বিশেষ সংখ্যা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

প্রকাশনার ৮৩ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ০৮ ❖ ৫ - ১১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

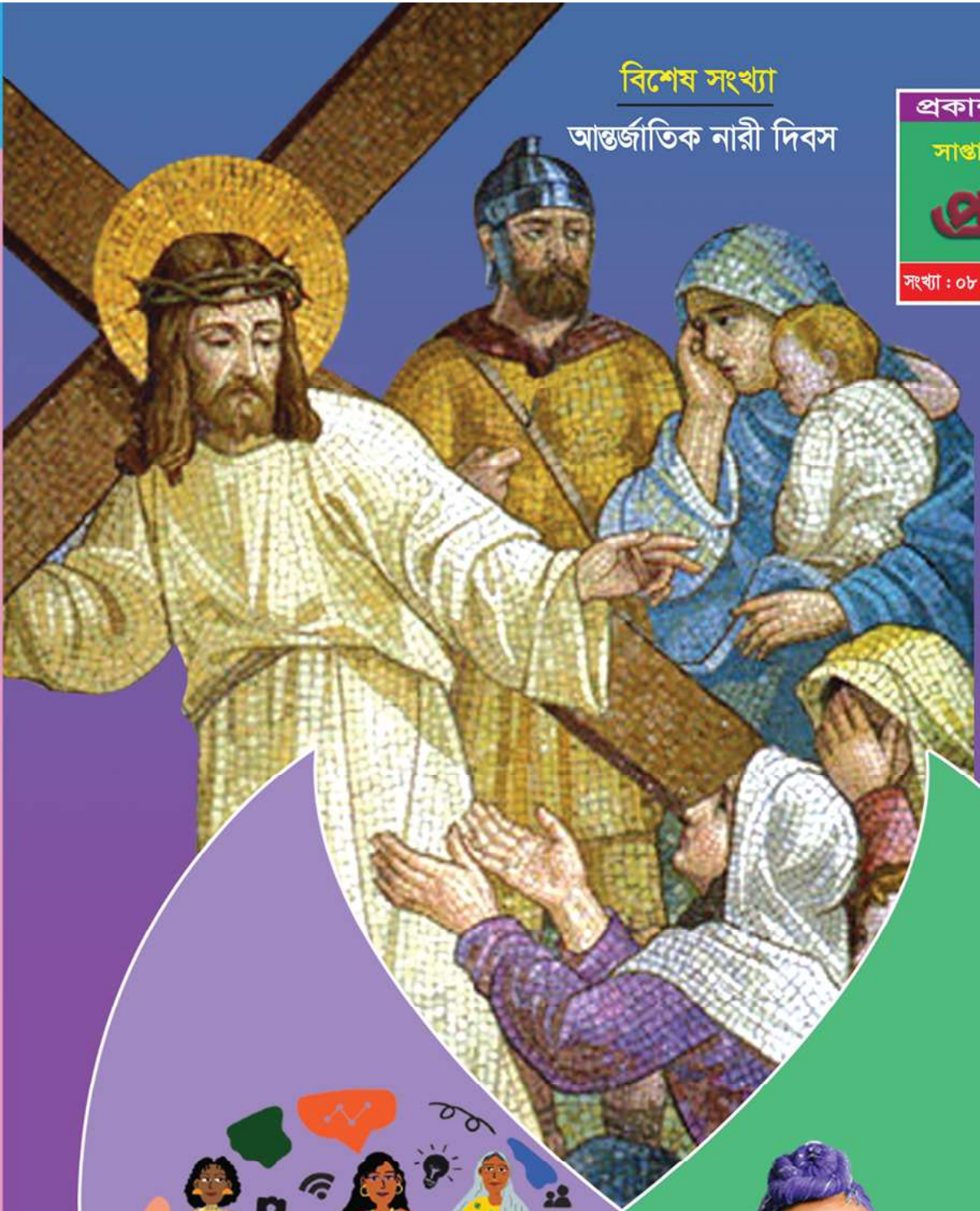

তপস্যাকালীন ধ্যান

নারীদের এগিয়ে চলা

ঢেউ ভাঙ্গা দুই নারীর গল্প

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ মার্চ, রবিবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ধর্মপল্লী, শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বের দিন পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এনডি'ক্রুজ ওএমআই। তাই শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ১০ মার্চ থেকে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে।

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ২০০ টাকা মাত্র।

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা : ১০ - ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:৩০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৩০ মিনিটে

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ
যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৮৭৮২৪৯৬৫
০১৭৩৩৯১৯৭৮৩

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

বিজ্ঞ/৭১/২০২৩

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত এডুয়ার্ড রোজারিও
জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ মার্চ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ছাইতান, পো:অ: নাগরী
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"....আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে। (যোহন ১১:২৫)"

সময়ের আবর্তনে দেখতে দেখতে ২৫ টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রমে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে স্বর্গে আছ। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চির শান্তি কামনায়-

স্ত্রী : সুমতি রোজারিও
মেয়েরা : অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও
পুত্র-পুত্রবধু : আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও
বাবু ফ্রান্সিস এবং রিয়া রোজারিও
নাতনীরা : আরিয়ানা, অ্যাবিগেল এবং জেনেসিস রোজারিও

ফার্মগেট, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৭০/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৮
৫ - ১১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২০ - ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নারীর এগিয়ে চলার পথে পাশে থাকা

যখন কেউ পিছিয়ে থাকে তখনই এগিয়ে নেবার বিষয়টি সামনে চলে আসে। বর্তমান প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগেও নারীরা তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে পারছে না কিংবা তাদেরকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে নারীদেরকে তাদের অধিকার লাভ করতে ও সক্ষমতা চর্চা করতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। ফলশ্রুতিতে নারীরা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্য মজুরি ও অধিকার থেকে। এমনিতর অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান, শ্রদ্ধা ও সংহতি জ্ঞাপন, নারীর আর্থিক, সামাজিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবদমন প্রতিহত করা এবং নারীর বিরুদ্ধে নানামুখী আক্রমণ, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মানসেই প্রতিবছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধাপে ধাপে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরিবৈষম্য ও কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে আমেরিকার সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা প্রতিবাদে নামে এবং নির্যাতনের শিকার হয়। অতপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয় নিউইয়র্কে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭টি দেশের ১০০জন নারী প্রতিনিধি নিয়ে ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন। এখানে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় পরের বছর থেকে দিনটি নারীর সম-অধিকার দিবস হিসেবে পালিত হবে। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস রূপে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তা পালন করতে আহ্বান জানায়। এরপর থেকেই সারা বিশ্বে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

স্বার্থবাদী পুরুষের হীন মানসিকতা ও প্রাধান্য বজায় রাখার প্রবণতাই নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। সৃষ্টিকর্তা চান না নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য থাকুক, কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী হোক। তিনি চেয়েছেন তারা হবে পরিপূরক এবং উভয়ে মিলে পরিপূর্ণ। তারা উভয়েই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে সমমর্যাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। নরের পাঁজরের হাড় নিয়েই ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করলেন। নর কিন্তু নারীর সৃষ্টিকর্তা নয়। নরের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি নারীরও সৃষ্টিকর্তা। তাই নর-নারী উভয়েই উত্তম এবং সম-মর্যাদার অধিকারী। কেননা ঈশ্বরই তাদেরকে এভাবে মর্যাদাবান করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে নারীর প্রতি যে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তা বজায় রাখলে নারীর এগিয়ে চলার পথে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা আসার কথা নয়। তবে পুরুষ নিজের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নারীকে দুর্বল ও অবহেলিত করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। তবে আশার দিক হলো যে, নারী সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এ নারী-পুরুষের সমতা সুনিশ্চিত না হলেও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন উন্নতির দিকে এবং বৈষম্যের পরিমাণও কমছে। পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বাড়ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীদের যথার্থ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কেননা দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে নারী-পুরুষ সবাইকে সহযাত্রী হিসেবে একসাথে কাজ করতে হবে। নারীর এগিয়ে চলার পথে বাঁধাগুলো দূর করতে পুরুষকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। নারীদেরকে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তারা ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষমতা রাখেন সে বিষয়ে প্রত্যয় রাখতে হবে।

সম্প্রতি সময়ে আমাদের দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছেন। ফলে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশও উন্নত হচ্ছে। তবে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ আরো বাড়াতে হবে। দেশের পর্যায় থেকে মাণ্ডলিক পর্যায়েও নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়ার সুযোগ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। মণ্ডলীর সিনড সংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপের পর্যালোচনায় নারীদের কথা শুনতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদেরকে সুযোগ দিতে এবং সক্ষম করে তুলতে আহ্বান রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে মণ্ডলীতে বিশেষভাবে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবদানের তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ খুব একটা নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেবার সুযোগ পেলে নারী যেমনি সম-অধিকার পাবে তেমনিভাবে সমাজও নারীর সক্ষমতার স্ফূরণ দেখে উপকৃত হবে॥ †

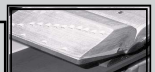

তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন। (মথি- ১৭:৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

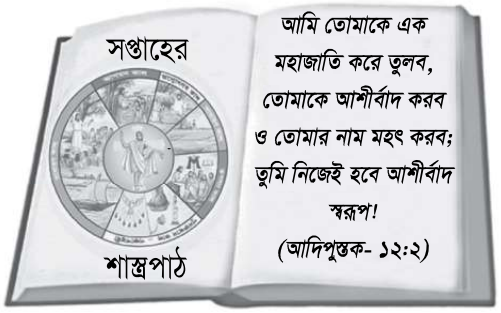

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫ মার্চ, রবিবার
আদি ১২: ১-৪ক, সাম ৩৩: ৪-৫, ১৮-১৯, ২০, ২২, ২ তিম ১: ৮খ-১০, মথি ১৭: ১-৯
পুণ্য ভূমির জন্য দান সংগ্রহ

৬ মার্চ, সোমবার
দানি ৯: ৪খ-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১-১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮

৭ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসা ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬খগ-১৭, ২১-২৩, মথি ২৩: ১-১২

৮ মার্চ, বুধবার
জেরে ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৫-৬, ১৩-১৬, মথি ২০: ১৭-২৮

৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরে ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

১০ মার্চ, শুক্রবার
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩ক, ১৭খ-২৮ক, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

১১ মার্চ, শনিবার
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৫ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার ভের্জিনিয়া তাভের্না এসসি (ঢাকা)

৬ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৬০ সিস্টার এম. করোনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোসেফ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জ্যাঁ-ডরিস মাকত্তি সিএসসি (ঢাকা)

৭ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৮ মার্চ, বুধবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম ব্রিজেট হল সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ফিলোমিনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮১ সিস্টার লাওড়া সাচেল্লা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট ম্যাক্‌কী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টেফান গমেজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৩০ ফাদার সিনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার মারী লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিতুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম এয়োসেবিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডিক্লেন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিকেলিনা রেজিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

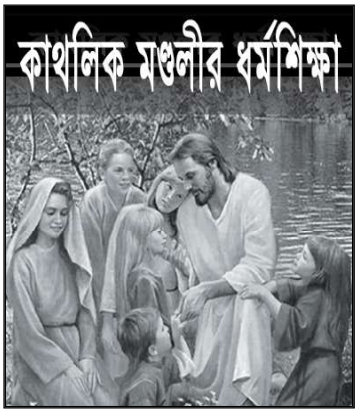

॥ঞ॥ দণ্ডমোচনসমূহ

১৪৭৭: এই ঐশ্বর্যভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনা ও সৎকর্ম। ঈশ্বরের সামনে সেগুলোর মূল্য সত্যিই অপরিমেয় ও অগাধ, এমনকি আদিম। এই ধনাগারে আরও রয়েছে: সকল সাধু-সাধ্বীগণের প্রার্থনা ও সৎকর্ম, যারা খ্রীষ্টপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁর অনুগ্রহে তাদের জীবন পুণ্য করেছেন, এবং পরমপিতার দেওয়া মিশনকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এভাবে তারা নিজেদের পরিত্রাণ লাভ করেছেন এবং একই সময়ে অতীন্দ্রিয় দেহের একাত্মতায় অন্যান্য ভাইবোনদের পরিত্রাণ লাভে সহযোগিতা করেছেন।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে দণ্ডমোচন লাভ

১৪৭৮: দণ্ডমোচন খ্রীষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমে লাভ করা হয়, যে-মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রদত্ত খুলে দেওয়া ও বেঁধে রাখার ক্ষমতাবলে, প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের পক্ষ গ্রহণ করে করুণাময় পরমপিতার কাছ থেকে, পাপের ফলে প্রাপ্য সাময়িক শাস্তি মোচনের জন্য, খ্রীষ্ট ও সাধুসাধ্বীগণের পুণ্য ফলের ঐশ্বর্যভাণ্ডার খুলে দেয়। এভাবে, খ্রীষ্টমণ্ডলী এই ভক্তদের সাহায্যার্থেই মাত্র এগিয়ে আসতে চায় না, বরং ভক্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও দয়ামূলক কাজে তাদেরকে প্রেরণাও দান করে।

১৪৭৯: যেহেতু পরলোকগত ভক্তবিশ্বাসী, যারা এখন পরিশোধিত হচ্ছে তারাও সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগের ভক্তজন, তাই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের একটি উপায় হল তাদের জন্য দণ্ডমোচন লাভ করা, যাতে তাদের পাপের সাময়িক দণ্ডমোচন করা হয়।

॥ত॥ অনুতাপ সংস্কারের অনুষ্ঠান

১৪৮০: অন্যান্য সংস্কারের মত অনুতাপ সংস্কারটিও একটি ঔপাসনিক ক্রিয়া। অনুষ্ঠানটির উপাদানগুলো হচ্ছে সাধারণতঃ এরূপ: যাজকের সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ; বিবেককে আলোকিত করা এবং অনুতাপ জাগ্রত করা এবং মনপরিবর্তনে প্রেরণা জাগানোর জন্য ঐশবাণী পাঠ, পাপস্বীকার, যার মাধ্যমে পাপকে স্বীকার করা হয় এবং যাজকের নিকট তা প্রকাশ করা হয়; দণ্ডপ্রদান ও দণ্ডগ্রহণ; যাজক কর্তৃক পাপমোচন; কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার প্রার্থনা এবং যাজকের বিদায় আশীর্বাদ।

১৪৮১: বিজান্তিন উপাসনা-অনুষ্ঠানে পাপমোচনের বিভিন্ন অনুমন্ত্র রয়েছে যা আবাহনমূলক, যা ক্ষমাদানের রহস্য প্রশংসনীয়রূপে প্রকাশ করে। "একই ঈশ্বর, যিনি প্রবক্তা নাতানের মধ্যদিয়ে দাউদকে তার পাপ স্বীকারের জন্য ক্ষমা করেছেন, যিনি পিতরকে তার তীব্র রোদনের জন্য, পতিতা নারী চোখের জলে প্রভুর পা ধুইয়ে দেওয়ার জন্য, পরিসিকে এবং অপব্যয়ী পুত্রকে ক্ষমা করেছেন, পাপী আমি, আমার মধ্যদিয়ে তিনি তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে ক্ষমা করুন, এবং সেই ভয়াবহ বিচারাসনের সামনে দণ্ডিত না হয়ে দাঁড়াবার যোগ্য ক'রে তুলুন, যিনি যুগে যুগে ধন্য, আমেন।"

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

তপস্যা কালের ২য় রবিবার

১ম পাঠ: আদি ১২:১-৪,
২য় পাঠ: ২য় তিমথি ১:৮-১০
মঙ্গলসমাচার: মথি ১৭:১-৯

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনা শুনেছি। যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনা আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কোন জিনিস বা কোন ব্যক্তির বাহ্যিক সৌন্দর্যময় দিক বিবেচনা করে আমরা ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করতে পারি। কিন্তু সেই ব্যক্তির ভিতরকার রূপ চেনার জন্য বা জানার জন্য তার কাছাকাছি থাকতে হয়। যিশুর শিষ্যগণও যিশুর সাথে থেকে যিশুকে অভিজ্ঞা করেছেন নানা ভাবে। যিশু তার প্রচার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনজন প্রিয়শিষ্য পিতর, যাকোব ও যোহনের সামনে সেই দিব্য রূপ ধারণ করেছেন। যিশুর এই তিন শিষ্য যিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়ও উপস্থিত ছিলেন। যেমন গেথশিমানী বাগানে যিশুর মর্মবেদনার সময়ও উপস্থিত ছিলেন। যিশুর এই তিন শিষ্য একান্তভাবে যিশুর আপনজন হয়ে তার সাথে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই যিশু তার বারজন শিষ্য থেকে তিনজনের সামনে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। যিশু তার তিন শিষ্যকে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে উঠেছেন। পুরাতন নিয়মে উঁচু পাহাড় ছিল ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের প্রতীক। এছাড়াও ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় যে, প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটেছিল বিভিন্ন উঁচু পাহাড়ের উপর। শাস্ত্রী ফরিসিদের হাতে যাতনাভোগ ও মৃত্যুর কথা যিশু তার এই দিব্য রূপান্তর ঘটনার মাত্র ছয় দিন পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। যিশুর এই দিব্য রূপান্তরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো উঁচু পাহাড়, ঝলমলে সাদা কাপর এবং মেঘ। বাইবেলে এই তিনটি জিনিস হচ্ছে ঐশ মহিমার প্রকাশ। যিশু তার এই দিব্য রূপান্তরে আপন শিষ্যদেরও অংশী করতে চেয়েছিলেন। মঙ্গলসমাচারে আমরা শুনেছি সাধু পিতর বলেছেন, "তিনটি তাবু তৈরি করার প্রস্তাব করেছেন। এই তাবু স্মরণ করিয়ে দেয় সেই তাবুর কথা যেই তাবু ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের সময় মরুভূমিতে ব্যবহার করেছিল।

যিশুর যখন দিব্যরূপান্ত হচ্ছিল তখন শিষ্যরা দেখতে পেলেন যিশু এলীয় ও মোশীর সাথে কথা বলছেন। কেন যিশু এলীয় ও মোশীর সাথে কথা বলেছেন? এই দুই ব্যক্তি মুক্তির ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। উভয়েই ঈশ্বরের মনোনীত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। হরেব পর্বতে মোশীর রূপান্তর (যাত্রা ৩৪:২৯) যিশুর রূপান্তরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। এলিয় ও মোশী যিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেন যে, ইনি হলেন সেই মশীহ যার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং যিনি সমস্ত মুক্তির ইতিহাসে পূর্ণতা দান করেন।

যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় যিশুকে উদ্দেশ্য করে একটি বাণী ঘোষিত হয়েছিল, "এ আমার পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন"। বলা যায় এই অংশটিই আজকের মঙ্গলসমাচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। ঈশ্বর এই বাণী উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে নিজ পুত্রকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আজও সেই একই বাণী উচ্চারিত হয়েছে তিন জন শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে। এই তিনজন শিষ্য হচ্ছে সমগ্র মানব জাতি অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ। মঙ্গলসমাচারে যিশু লোকদের নিষেদ করে দিয়েছিলেন যে তারা যা দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে। আমাদের মাঝে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন যিশু তাঁর শিষ্যদের দিব্য রূপান্তরের কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। এর কারন হচ্ছে, যিশুর মহিমা শিষ্যরা যিশুর পুনরুত্থানে পর মানুষের কাছে ঘোষণা করবেন, তার আগে নয়। যিশুর মহিমা কিন্তু জাগতিক নয় মৃত্যু পর্যন্ত আত্মদানের মধ্যে প্রমাণ হবে যে তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। যিশুর দিব্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পিতার সমস্ত বিধান এবং প্রবক্তাগণের ভাববাণীকে নিজ জীবনে পূর্ণ করেছেন। যিশুর এই দিব্যরূপান্তর তাঁর ঐশ মহিমা এবং ক্ষমতা তথা ঈশ্বরত্বের সাক্ষ্য বহন করছে আমাদের কাছে। যিশুর মত আমরাও আমাদের পাপময় জীবন, মন্দ জীবন, অনৈতিক জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে ভাল এবং সৎ জীবন যাপন করতে পারি।

যিশুর জন্মের ঘটনা, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনা এবং যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনায় একটি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই মিল হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে দুই জন ব্যক্তির উপস্থিতি। যেমন যিশুর জন্মের সময় দুই জন ব্যক্তির (মারীয়া ও যোসেফ) উপস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিশুকে যখন ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তখনও দু'জন মানুষের মধ্যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। আবার যিশু যখন দিব্য রূপান্তরিত হয়েছেন তখনও দুইজন ব্যক্তি (এলীয় ও মোশী) মধ্য থেকে রূপান্তরিত হয়েছেন। যিশুর এই দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি শিষ্যদের কাছে যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিন মহিমান্বিত হবেন তার ইঙ্গিত দেয়। যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটনায় উপস্থিত মোশী ও এলিয়ের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরম পিতার ইচ্ছা পালনের মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হওয়া যায়। প্রাণপণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বিজয় মুকুট। যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা পিতর ও অন্যান্য শিষ্যগণ মানতে পারেনি। মুক্তিদাতা কষ্টভোগী হবেন, তা ছিল পিতরের কাছে কল্পনাতীত। তাই দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি খ্রিস্টের যন্ত্রণা ভোগে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রায়চিত্তকাল আমাদের জন্য রূপান্তরের সময়। মাতামণ্ডলী যিশুর রূপান্তরের আলোকে আমাদের জীবনকে নতুন করে সাজাবার সুযোগ করে দেয়। এ সময় আমরা আমাদের জীবনের কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়চিত্ত করি, যাতে পুরোনো জীবনের স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে রূপান্তরিত হয়ে খ্রিস্টকে নিজেকে ধারণ করতে পারি। আমরা সাধু পলের কথা সবাই জানি যার পূর্ব নাম ছিল শৌল। তখনকার সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই শৌলকে যমের মত ভয় করত। কিন্তু এই শৌলের জীবনে এমনি রূপান্তর ঘটেছে যিনি পরবর্তীতে দয়ালু ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পক্ষে শক্তিমান সৈনিক হয়েছিলেন। হতে পারে অনেক জায়গার অনেক কিছুই আমাদের মন মত হবে না বা আমাদের পছন্দ হবে না। আমরা ইচ্ছে করলেই সেই সকল বিষয়গুলো পরিবর্তন করতে পারব না, রূপান্তর করতে পারব না। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে খুব সহজেই পরিবর্তন করতে পারি নিজের পছন্দ ও ইচ্ছাকে রূপান্তর করতে পারি। আমরা যদি নিজের পছন্দ ও ইচ্ছাকে রূপান্তর করতে না পারি, তাহলে আমাদের নিজেদেরকেই কষ্ট পেতে হবে। মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, পৃথিবী দুঃখময়, আর এ দুঃখের কারণ হলো ভোগের তৃষ্ণা। তাই পৃথিবীতে সুখি হতে চাইলে আমাদের ভোগের তৃষ্ণাকে কখনও কখনও রূপান্তর করতে হবে, চাহিদাকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। কিন্তু আমরা কেউ কষ্ট পেতে চাই না, কষ্ট সহ্য করতে চাই না। যিশু চান আমরা যেন আমাদের জীবনের দাম্ভিকতা, লোভ, রূষ্টতা, অসারতা, মিথ্যাচার, হিংসা, ও পাপের জীবন থেকে ফিরে জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে যিশুময় হয়ে ওঠি। পিতা পরমেশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন॥

তপস্যাকালীন ধ্যান

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

তপস্যাকালীন পথযাত্রা: তপস্যাকাল হচ্ছে: চল্লিশ দিন ব্যাপী খ্রিস্টীয় জীবনের একটি বিশেষ পথযাত্রা; এ যেন খ্রিস্টীয় জীবনের বসন্তকালীন এক পথচলা, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালবাসার পথচলা।

পথযাত্রার মূল উদ্দেশ্য কী? মূল উদ্দেশ্য পুনরুত্থান, তবে শুধু পুনরুত্থান পর্ব নয়; খ্রিস্টীয় জীবনে পুনরায় উত্থান করার সময়; জীবনে পুনঃজাগরণ হওয়া, খ্রিস্টীয় জীবনে জাগ্রত হওয়া, উজ্জীবিত হওয়া এবং রূপান্তরিত হওয়ার সময়; বাইবেলের কথায় সমতল থেকে মন্দিরের উঁচুতে এবং পর্বতে আরোহন করার সময়; জৈতুন পর্বত বা হেব্রোন পর্বত, তাবোর পর্বত ও কালভারি পর্বতে আরোহণ করা; এর মানে হচ্ছে নিম্নতর খ্রিস্টীয়-জীবনের অবস্থা ও মান ছেড়ে একটু উপরে যাত্রা ও আরোহণ করার সময়।

যিশুকে অনুসরণ করার যাত্রা : তপস্যাকালের শুরুতেই আমরা যিশুর এই কথা শুনি: "এসো, আমাকে অনুসরণ কর", "ঐশরাজ্যে প্রবেশ কর", "মন ফেরাও, মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর", "আমার ক্রুশ বহন করে আমার অনুগামী হও"।

"ফিরে এসো": একদিকে শুনি "এসো আমাকে অনুসরণ কর" আবার অন্যদিকে শুনি "ফিরে এসো" -- ভ্রান্তপথ, অন্যায় পথ, পুরনো জীবন, জীবনের অন্ধকার, পাপাচার ও বদভ্যাস থেকে ফিরে এসো; এক কথায় অখ্রিস্টীয় জীবনধারা, ভাবনা-চিন্তা ও আচার-আচরণ থেকে ফিরে এসো; কেননা তপস্যাকালই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, অনুগ্রহের সময়।

"ভস্মটিকা": পুনরুত্থানের উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য, তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য, যে চিহ্নটি কপালে ধারণ করে আমরা যাত্রা করছি তা হল ভস্মটিকা। ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই জগতে আমাদের নিজেদের ও আমাদের ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর মূল্য কত ক্ষুদ্র, তা যেন অনেকটা ভস্মতুল্য। ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, জীবনে অনেক কিছু আছে, যেমন পাপ, অন্যায়, নোংরামি, অনৈতিক অভ্যাস, আসক্তি ও নেশা, যা পুড়ে ভস্ম করে দিতে হবে; আবার ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের জীবনের ত্যাগ, আত্মসংযম ও প্রায়শ্চিত্তের কথা।

মরুপ্রান্তরে যাত্রা: আমাদের তপস্যাকালীন যাত্রা কিন্তু মরুপ্রান্তরের মধ্যদিয়ে, যেখানে সাধনাটা কঠিন; স্বেচ্ছায় ত্যাগ ও নিরাসক্তি গ্রহণ করা; স্বেচ্ছায় অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুর ব্যবহার থেকে দূরে থাকা, যেমন ভোজোৎসব, আমোদ-প্রমোদ, অতিরিক্ত খরচপাতি, নেশা, জিনিসপত্রের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

খ্রিস্টীয় জীবন সাধনা: তপস্যাকালীন চল্লিশ দিনের যাত্রায় আমাদের জীবনের তিনটি সাধনা আছে যা যিশু মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ করেছেন এবং মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে তা পালন করার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তপস্যাকালীন সেই তিনটি সাধনা হচ্ছে: উপবাস, প্রার্থনা ও গরিবদের সাহায্যদান।

তপস্যাকালীন যাত্রা একসঙ্গে পথচলা: পোপ মহোদয় এবছর আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন তপস্যাকালে আমরা একসঙ্গে পথ চলি, সম্মিলিত হয়ে পথ চলি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মাণ্ডলিক জীবনে যেন উপবাস, প্রার্থনা ও গরিবদের সাহায্য করার সাধনায় আমরা সম্মিলিত ভাবে একমন ও একপ্রাণ হয়ে পথ চলি।

ঈশ্বরের ইচ্ছা শ্রবণ: তপস্যাকালীন ত্রিবিধ জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: যাত্রাপথে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা অনবরত শ্রবণ করা। কীভাবে, কোন বস্তুর ব্যবহার থেকে বিরত হয়ে, কী কী অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে যা ত্যাগ করে, কী কী কু-অভ্যাসগুলো আছে যা বাদ দিয়ে উপবাস করতে পারি এবং সেই ব্যাপারে প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। উপবাস শুধু খাদ্যাহার থেকে বঞ্চিত থাকা নয়, আরও অনেক কিছু থেকে আমরা উপবাস করতে পারি, যেমন সেলফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে, বেসামাল চিত্তবিনোদন থেকে, অপচয় রোধ করে, ইত্যাদি। পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আমরা আমাদের অভাবী ভাইবোনদের কাছ থেকেও ঈশ্বরের কথা শুনে থাকি। দরিদ্র ও অভাবী ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী চান এবং তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তিনি আমাদের কী বলেন তা শুনতে পারি।

উপসংহার: তপস্যাকালে যিশুকে অনুসরণ করা এবং অন্যায়ের পথ ছেড়ে তাঁর কাছে ফিরে আসাই হচ্ছে আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য। এ যাত্রা মরুপ্রান্তরের ন্যায় ত্যাগ, আত্মসংযম ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যদিয়ে যাত্রা। এই যাত্রা সহ বা সম্মিলিত যাত্রা, একসঙ্গে পথচলা। এই যাত্রা পথে আমরা উপবাস, প্রার্থনা ও দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যদিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা শুনতে চেষ্টা করব।

পথযাত্রায় স্বর্গস্থ পিতার উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনব: "এ আমার প্রিয় পুত্র, এর কথা শোনো"। আমরাও যাত্রাকালে প্রার্থনা করে বলব: "পিতা আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক"। আমেন।

ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

গ্রাম: ছোটগোল্লা, ডাকঘর: দেওতলা, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা-১৩২১
জাতীয় প্রতিষ্ঠান সদস্য নং-৪৫৬, তারিখ: ১৯ মে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
রেজিস্টেশন নং-০০০১৪, তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল ১০ টা হতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স ক্লাব মিলনায়তনে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সকল সদস্যদের সরাসরি ভোটে ০১ (এক) জন সভাপতি, ০১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ০১ (এক) জন সম্পাদক, ০১ (এক) জন যুগ্ম-সম্পাদক, ০১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ০৪ (চার) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) জন নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক যথাসময়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে।

উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে: ভোট প্রদানের জন্য এবং নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো। বিস্তারিত অফিস নোটিস বোর্ডে জানানো হবে।

ধন্যবাদান্তে

ভিনসেন্ট রোজারীও
সভাপতি
ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

লাকি টি. রোজারিও
সাধারণ-সম্পাদক
ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বি:দ্র:

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও সদস্য সংক্রান্ত কোন প্রকার খেলাপী হলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

বিজ্ঞ/৭৩/২৩

সংসারের হেঁশেল ছেড়ে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা

একজন ব্যক্তি যখন নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কোন চাকরি বা কারও অধিনস্থ না থেকে নিজে থেকেই কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার চেষ্টা করেন বা পরিকল্পনা শুরু করেন তখন তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়। আর ব্যবসায় উদ্যোক্তার উদ্যোগ যখন সফল কিংবা স্বনির্ভর হয় তখন তাকে বলা হয় ব্যবসায়ী।
নারী উদ্যোক্তার চেতনা এসেছে মূলত নারীর সমঅধিকার, স্বাধীনতা, নির্যাতন এমনি আনুসাঙ্গিক পরিবেশের কারণে। নারীর বন্দী জীবন থেকে বেরিয়ে আসার অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল অনাদিকাল থেকেই। তারা দেখেছে পুরুষ যা পারে একজন নারীও তা করতে পারে। এক সময় প্রেরণা এসেছে "আমরাও পারি" এই উদ্যোগের মধ্যদিয়ে। অনেক বাঁধা, অনেক সমস্যা কাটিয়ে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে। তারা আয় করছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে, ফলে সংসার, সমাজ ও দেশ উন্নত হচ্ছে। এখন কর্মক্ষম পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাও কম নয়। হেঁসেলের বটি-চামচ ছেড়ে তারা আজ অত্যাধুনিক মেশিনে ট্রেটিংপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করছে। দিনে দিনে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে আত্মচেষ্টায় নিজ নিজ ব্যবসা স্থাপন করছে। ঘরে বসে অনেকেই সংসারের পাশাপাশি ব্যবসা করছে। অনেকে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে ব্যবসার মাধ্যমে। নারী আজ আর অবলা নয়, অক্ষম নয়। বন্ধখাঁচা থেকে বের হয়ে তারাও সংসার ও দেশকে কিছু দিতে পারছে। এভাবে নারী তার নেতৃত্বের আসন প্রতিষ্ঠা করছে। ফিরে পাচ্ছে তার হারানো অধিকার। স্বাবলম্বী নারী উদ্যোক্তারা আজ দেশের সম্পদ। অনেক পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের কাজ দিয়ে, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। সমাজে প্রমান করেছে নারী "আমরাও পারি।" আমাদের খ্রিস্টান সমাজেও রয়েছে অনেক নারী উদ্যোক্তা আর তাদের নিয়েই নিম্নের প্রশ্নগুলোর আলোকে আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিবেদন।

প্রশ্ন ১: আপনার নাম, পরিচয় ?
প্রশ্ন ২: আপনার উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প এবং অনুপ্রেরণা কি?
প্রশ্ন ৩: উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পর আপনার প্রত্যাশা কি?
প্রশ্ন ৪: উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পেছনে আপনার প্রতিবন্ধকতাগুলো কি ছিল বা আছে এবং এগুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠেছেন?
প্রশ্ন ৫: একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজ ও পরিবার আপনাকে কিভাবে দেখে এবং সেখানে আপনার অবস্থান কেমন?
প্রশ্ন ৬: নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজ ও পরিবারে আপনি কি অবদান রাখতে পারেন বা রাখছেন?
প্রশ্ন ৭: উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার পরও আপনি চাকুরী কিংবা সংসারের প্রতি কিভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করছেন?
প্রশ্ন ৮: অন্যান্য নারীদেরও উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার জন্য আপনি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন বা তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

জেনী রোজারিও

আমি জেনী রোজারিও, স্কুল শিক্ষিকা ও পাশাপাশি একজন উদ্যোক্তা , গ্রামের বাড়ী ধনুন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছি। কাজ করছি পাটের তৈরি ছিকা, বেডসিট,পর্দা, সোফার কাভার, থ্রি-পিস ও গার্মেন্টস আইটেম নিয়ে । একসময় চাকরি করতাম ছেলে হবার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলাম, সেই থেকেই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গার্মেন্টস আইটেম নিয়ে কাজ শুরু করি। বিএড করলাম ২০১৯ এ কিন্তু এরপর কোভিড শুরু হওয়ার জন্য কোন স্কুলে জয়েন হতে পারিনি তাই এরপর থেকে নতুন করে পাটের ছিকা ও বেডসিট নিয়ে কাজ শুরু করি। এতে গ্রামের অনেক মহিলারা কাজের সুযোগ পায়। আমি অর্ডার নিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাই। এই কাজে আমার অনুপ্রেরণা হলো আমার শাশুড়ি-মা। কারণ সে অনেক আগে থেকেই এই কাজ করে আসছে। তার অনুপ্রেরণাতেই আমার চিন্তা আসলো যে, আমি এই কাজ করলে অনেকেই এতে অংশ নিতে পারবে। উদ্যোক্তা হবার পর থেকেই অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে কিভাবে আমি কাজ করি। তাদের সাথে শেয়ার করি ও তাদের উৎসাহিত করি যেন তারাও যেটা ভালো জানে সেটা নিয়ে কাজ করে। এইভাবে অনেকেই এখন উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছে। আমরাও এখন অনেক উদ্যোক্তাদের নিয়ে একত্রিত হয়ে খ্রিস্টান নারী উদ্যোক্তা সংগঠন নামে একটি সংগঠন করছি। যেখানে আমরা চাই সকলে একসাথে কাজ করবো ও ভবিষ্যতের জন্য এমন কিছু করবো যেন আমরা একটা প্লাটফর্মে থাকতে পারি। নারীদের নিয়ে কাজ করার প্রয়াস থেকেই এখানে যুক্ত হয়েছি। আমরা নারী আমরা পারি এই প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। উদ্যোক্তা হতে গিয়ে প্রথম সমস্যা হচ্ছে কাঁচামাল নিয়ে। কারণ সবকিছুর দাম বাড়ে এতে পণ্যের দাম ওইভাবে বাড়ানো যায় না। সেল কোথায় হবে সেই জায়গাটা নির্ধারণ করাটা কঠিন ছিল তবে অনলাইনে সেই সমাধান হলেও অফলাইনে একটা অবস্থান তৈরি করতে অনেক কিছু করতে হয়েছে, এরজন্য বিভিন্ন গ্রুপ বা সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছি। ধীরে ধীরে আমরা মেলার আয়োজন করেছি যেখানে নিজেরা সহ অনেক উদ্যোক্তারাও যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সাথে। এই কাজে আমার পরিবার সবচেয়ে বড় সহযোগী। পরিবারের সকলের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই এগিয়ে যেতে পারছি। আমি বাইরে পণ্যের সন্ধানে গেলে পরিবারের সদস্যরা আমার ছেলেমেয়েকে দেখে রাখে। আমার স্বামী সবকিছুতেই আমার পাশে থাকে। পণ্য আনতে ও ডেলিভারী করতে সর্বদা সহযোগিতা করে। সমাজের মানুষ ও আত্মীয় স্বজন সবাই আমার কাজের প্রশংসা করে। অনেকে কাজ করতে চাই বললে তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করি। তাদের নারী উদ্যোক্তা সংগঠনে যুক্ত হতে বলি এতে আমরা সকলে একসাথে পথ চলতে পারবো। চাকুরীর পাশাপাশি এই কাজ করছি কিছুটা সমস্যা হলেও পরিবারের সহযোগিতা পাই বলে কাজ চালিয়ে যেতে পারছি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও করাচ্ছি। সব একসাথেই করতে পারছি। যারা যে কাজটা ভালো পারে সেটা নিয়ে স্টাডি করে কাজ শুরু করতে পারে, এতে যদি কেউ সহযোগিতা চায় আমার সাথে কথা বললে আমি আমার সাধ্য মতো সাহায্য করবো। আমাদের নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে যুক্ত হলে আমরা সকলেই একসাথে নতুন নতুন অনেক কিছু করতে পারবো আশাকরি। আমি চাই সকল নারীরাই নিজেদের সাবলম্বী করতে যে কোনো কাজের সাথে যুক্ত হোক।

রাণী গমেজ

আমার নাম রাণী গমেজ। আমি একজন গৃহিণী এবং উদ্যোক্তা। আমার জন্ম নবাবগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ মিশন। **"মধুবনি"** নামে আমার একটা পেইজ আছে। আমি অনলাইনে হ্যাণ্ড পেইন্ট এর কাজ করে থাকি। আমার উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা একটা গল্পেরই মতো বলা যায়। কারণ দীর্ঘ অবসর আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বাড়িয়ে দিয়েছিল অস্থিরতা। সেটা ২০১৯ এ কোভিডের বছর। তখন আমি অনলাইনে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের গ্রুপের সাথে পরিচিত হই। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হই। ছোটবেলা থেকেই আঁকা আঁকির হাত ছিল ভালোই। গড গিফ্টেড বলা যায়। সেটা দিয়েই শুরু করলাম হ্যান্ড পেইন্টের কাজ। প্রথমে শাড়ি করলাম। গ্রুপে জয়েন হয়ে ছবি দিলাম। ভালো রেসপন্স পেলাম। এভাবেই শুরু হলো আমার উদ্যোক্তা জীবনের যাত্রা। উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পর আমার প্রত্যাশা আমি আরো এগিয়ে যেতে চাই এ কাজ নিয়ে। যদিও আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তাই সব সময় শিখছি। আরও শিখতে চাই। আর প্রত্যাশা করি আরো অনেকে উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করুক। কারণ, অবসর সময় কাজের মধ্যে থাকলে মন ভালো থাকে। আমরা হয়তো অনেকেই টিভি সিরিয়াল বা গসিপ করে সময় নষ্ট করি। সে সময়টা একটা কাজ নিয়ে এগিয়ে গেলে মন মানসিকতা ভালো থাকে। উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পেছনে প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং এখনো আছে বলা যায়। সেটা হলো আমাদের নেগেটিভ মন মানসিকতা।

আমি আমার অবসর, আমার ভালো লাগা থেকে কাজ করছি। কিন্তু, কিছু মানুষ বলছে আমার স্বামীকে। তোদের টাকার অভাব নাকি, যে বউকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিস? আমাকেও শুনতে হয়েছে এসব কথা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অত্যাধুনিক হলেও আমাদের মন মানসিকতা এখনো অনেক পেছনে। আমাদের অনেক টাকা থাকলে আমরা আরাম করবো, কাজ করবো না। এই মন মানসিকতা থেকে আমরা কিছু মানুষ বের হতে পারি না। আর অন্যকেও বের হতে দিতে চাই না। এটাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে? একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সমাজে লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলে অনেক ভালো লাগে, কিছু একটা করছিস, তোর প্রতিভা কাজে লাগাতে পারছিস। সেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আবার কেউ খোঁচা দিয়ে বলে এত টাকা থাকতে এসব করার কি দরকার? নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজ ও পরিবারে আপনি কি অবদান রাখতে পারেন বা রাখছেন? সমাজ উন্নয়নে এখনো তেমন কোন বড় ভূমিকা রাখতে পারছি না। তবে অনুপ্রাণিত করতে চাই আরও অনেক নারী উদ্যোক্তা জীবনে আসুক। তাদের মেধা বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আত্মউন্নয়ন করুক। আমি সাধারণ গৃহিণী। আমি আমার সংসারের কাজ সামলিয়ে নিয়ে আমার উদ্যোক্তা জীবনের কাজ করে থাকি। আমার অবসর সময়টুকু আমি উদ্যোগের কাজে দেই। আমি টিভি দেখি না। সে সময়টুকু আমি উদ্যোগের কাজে দেই। কেউ উদ্যোক্তা জীবনে আসতে চাইলে, পরামর্শ চাইলে তাকে সহযোগিতা করি। কেউ কোন কিছু জানতে চাইলে, সে বিষয়ে সাহায্য করে থাকি। যারা, উদ্যোক্তা জীবনে আসতে চায়, তাদের জন্য পরামর্শ থাকবে, তারা যে বিষয়টি সম্পর্কে ভালো জানেন, সেটা নিয়ে শুরু করুন। অন্যকে দেখে নয়। ও খাবার নিয়ে কাজ করছে, আমিও তা শুরু করে দিলে হবে না। আগে সে সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে হবে। তারপর শুরু করতে হবে। একজনের দেখাদেখি শুরু করে দিলে হবে না। আগে নিজের সম্পর্কে জানতে হবে, আমি কোন কাজটা ভালো জানি বা পারি, সেটা নিয়ে এগুতে হবে।

এ্যাঞ্জেলীনা রড্রিক

আমি একজন শিক্ষিক। আমি বিবাহিত, আমার স্বামী একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং দুই সন্তানের জননী। তারা দুজনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আমি ইন্দিরা রোড, ফার্মগেটে বর্তমানে বাস করি। আমি মেয়েদের সব ধরনের পোশাক, জুয়েলারি, ব্যাগ, জুতা, ঘর সাজানোর পণ্য সামগ্রী, ছেলেদের পাঞ্জাবি ও আমার সিগনেচার প্রোডাক্ট মেটাল টিপ নিয়ে কাজ করছি। আমার ফ্যাশন ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক ছিল। নিজের কাপড়, নিজের মত করে ডিজাইন করে বানাতাম। আমার পোশাকগুলো মানুষের চোখে পড়ত, আর তারা প্রশ্ন করত, আমি কোথা থেকে পোশাকগুলো যোগার করেছি। তাদের এই আগ্রহই আমাকে প্রাথমিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে। এরপর আমি নিজের ডিজাইনের পোশাকগুলো ফেসবুক পেজ বানিয়ে বিক্রি করতে থাকি। এর সাথে অন্যান্য উৎস থেকে আমার পছন্দের ডিজাইনের পোশাকগুলো বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিক্রি করা শুরু করি। উদোক্তা হিসাবে আমার এখন স্বপ্ন নিজস্ব ব্র্যাণ্ড তৈরি করা এবং এই ব্র্যাণ্ডকে বড় পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সত্যি কথা বলতে, একজন সাধারণ ব্যবসায়ীকে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, সোসাল মিডিয়ার বদৌলতে তার অনেকটা লাঘব হয়েছে বলে আমি মনে করি। অনেক স্বল্প পুঁজিতে এবং কম রিস্কে ব্যাবসা আরম্ভ করা সম্ভব। নারী হিসাবে সংসার, চাকুরী করার পর যে সময় পাওয়া যায়, সেটা প্রথমে খুব বড়সর ভাবে কোন কিছু শুরু করার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। শহরে জানজটের কারণে ডিলারের সাথে যোগাযোগের অসুবিধা।

তবে আমি মনে করি, সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাটা হলো মানসিক। আমি কি পারব? আশেপাশের মানুষ কি ভাববে? আমরা এইসব ভেবে অনেক সময় নিজেকে উৎসাহহীন করে ফেলি। আমাকেও অনেক লোকের অনেক ধরণের কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু আমি এসবে কান না দিয়ে এগিয়ে যাই। আমি আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি একজন নারী উদোক্তা হিসাবে সমাজে এখন প্রতিষ্ঠিত। সত্যি বলতে মানুষ যদি একবার বুঝতে পারে যে আপনি আপনার কাজের প্রতি আন্তরিক, তাহলে তারা সেটার শরীক হন। আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। আমি নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং স্কুলের কলিগদের কাছে অনেক উৎসাহ পেয়েছি। এখন আমি নিজের পেজ ছাড়াও, দুইটা বড় গ্রুপের নির্বাহী পজিশনে আছি। আমি খ্রিস্টান নারী উদোক্তা সংগঠনের সাংঘটনিক সম্পাদক, আর আমার বাজার গ্রুপের কোষাধ্যক্ষ। আমার পরিচিতি বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড,অস্ট্রেলিয়া, দুবাইসহ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশ থেকে অর্ডার পাচ্ছি।

নারী উদোক্তা হিসাবে সমাজে অন্যান্য নারীদের উদোক্তা হতে সাহায্য করেছি, আর সবসময় অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার এই আয় আমার পরিবারের দৈনিক ব্যয়ের প্রয়োজন মেটাতে কাজে না লাগলেও, হঠাৎ কোন জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগে আমার মায়ে এক অপারশনে আমি আর্থিক যোগান দিয়েছি। সময়ের সদব্যবহার এবং ছক বেঁধে কাজ করে আমি সংসার এবং চাকুরী করে এগিয়ে যাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে কাজের সমন্বয় করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন আগামীকালের জন্য রান্না সেটা আগের দিন রাতে করে রাখা।

উদোক্তা সবাই হতে পারে না। সবার হওয়ার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু একজন দেখে অন্যজন শুধু অনুকরণের মাধ্যমে উদোক্তা হতে পারেনা। আমার কাছে কেহ পরামর্শ চাইলে, আমি প্রথমে তাকে প্রশ্ন করি, তুমি কোন কাজটা করতে পছন্দ কর? তোমার নিজস্ব কোন প্রতিভা আছে কিনা, যা তুমি করতে পছন্দ কর? কেহ যদি ভালো রান্না করতে পারে বা পিঠা বানাতে পারে, আমি তাকে তাই বানিয়ে বিক্রী করার পরামর্শ দেই। কেহ খাবার, কেহ ক্রুশিকাটার কাজ, কেহ সেলাই করতে ভালবাসে। আমি এরকম অনেককে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছি।

লাকি পিউরিফিকেশন

আমার নাম লাকি পিউরিফিকেশন। আমার স্বামীর নাম সমির পালমা। গ্রাম: কালিকাপুর, রাজশাহী। আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দিবো, তার কয়েক মাস আগেই আমার বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ের এক বছরের মাথায় আমি মা হই, তার আগে বাবুকে পেটে নিয়েই আমি পরীক্ষা দেই এবং পরীক্ষায় পাস করি। তারপর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে শ্বশুরবাড়ির অনেক বাঁধা আমার পেতে হয় যেমনটা গ্রামে বেশিরভাগ হয়, তারপর শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর পূর্ণ সাপোর্টে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। তার মধ্যে আমার জীবনে আরেকটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বুঝতে পারি আমার সন্তান একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী, তখনই আমার জীবনটা আরো এলোমেলো হয়ে যায়। ওর পিছনে সব কিছু ফেলে আমার সব থেকে বেশি সময় দিতে হয়য় ওর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়, তখন একটাই লক্ষ্য ছিল কিভাবে আমার সন্তানকে সুস্থ করা যাবে, ওই বয়সেই আমি ওকে নিয়ে বাড়ির বাইরে একা বসবাস করি ওর সুস্থতা ও পড়াশোনার জন্য। আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নিজের পড়াশুনাটা চালিয়ে যাই, মনের দৃঢ় প্রত্যয় ও লক্ষ্য ছিল যত বাঁধা বিপদ আসুক পড়াশোনা আমার শেষ করতে হবে, পড়াশোনা শেষ করার পর আমার আত্মবিশ্বাসটা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল আমার প্রতিনিয়ত মনে হতো কিছু আমাকে অবশ্যই করতে হবে এবং স্বামীর পাশাপাশি সংসারে আমি কিভাবে অবদান রাখব সেটা আমাকে ভাবাতো। আমার যেহেতু একলা সংসার ছিল আমি সন্তানদের রেখে বাইরে চাকরি করতে যেতে পারিনি, তাই ভাবতাম ঘরে বসে কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায়। ফেইসবুক এবং অন্যান্য মিডিয়াতে বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমিও সিদ্ধান্ত নেই অনলাইন বিজনেস করার জন্য, আমার স্বামীর সাথে আলাপ করাতে সে প্রথমে একটু বাঁধা দিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সে প্রথমে আমাকে ৩০ হাজার টাকা দেয় এবং আমি আমার বিজনেস শুরু করি। মনে অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই অল্প টাকা দিয়েই আমি ঢাকা গিয়ে প্রোডাক্ট কিনে আমার ছোট্ট বিজনেসটা শুরু করি। সমস্ত ব্যাপারে আমি অনেক অজ্ঞ ছিলাম তারপরেও মনে অনেক সাহস নিয়ে শুরুটা করেছিলাম। আমি প্রথমে ঘরে বসে আমার অনলাইন বিজনেস শুরু করি এবং বাড়িতেই বিক্রি করা শুরু করি, আমার বিজনেস পরিচালনা ও আমার সকল কাজে অনেক খুশি হয়ে আমার স্বামী অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কেটে

একটি ছোট দোকান নিয়ে দেয়। তারপর আমি সকলের উৎসাহে অনুপ্রেরণায় ও সকলের ভালোবাসায় আমার কাজ সুন্দর ভাবে চালিয়ে যেতে থাকি। সেই দোকান নেওয়ার এক বছরের মাথায় আমার স্বামীর সহযোগিতায় আমি একটি বড় করে দোকান নিতে সক্ষম হই। আমার বিজনেস সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছি, আমার সকল কাজে অনেক সন্তুষ্ট হয়ে আমার স্বামী আমাকে বর্তমানে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করছেন। আমার বর্তমানের অবস্থানটা আমি অনেক কষ্ট করে এ পর্যন্ত এসেছি কিন্তু আমি অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখি সামনে এগিয়ে চলার সাহস রাখি। আমার প্রত্যাশা আমার ছোট্ট লাকি ফ্যাশন একটি ব্র্যান্ড স্বাবলম্বী হওয়া, সমাজে ও দেশের জন্য কিছু একটা করা, সমাজে মডেল উদ্যোক্তা হওয়া। আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হোক। তারপর ব্যবসার মূলধন, ও পুজি সঙ্কট, উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ, মার্কেটিং প্রচার পরিচিতি, পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব। আমার যেহেতু সকল প্রোডাক্ট ঢাকা থেকে আনতে হয় রাজশাহী থেকে বেশ দূরত্ব যাতায়াতে এটা আমাকে আমার জন্য একটা সমস্যা যেটা কাছাকাছি থাকলে অনেক সুবিধা হতো।

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিবার ও সমাজের মানুষের কাছ থেকে অবশ্যই অনেক উৎসাহ পেয়ে থাকি সবসময় যেটা কাজের সফল হওয়ার পূর্ব শর্ত বলে আমি মনে করি, ভবিষ্যতে অনেক এগিয়ে যাব বলে সকলে মনে করেন এবং ভালোবাসা দান করেন।

আর পাছে লোকে কিছু বললে আমি তার গুরুত্ব দেই না, কারণ আমার নিজের প্রতি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে। আমি যা করছি অবশ্যই নিজের এবং সকলের কল্যাণে করছি বলে আমি মনে করি। মানুষের আজেবাজে কথাতে গুরুত্ব দিতে গেলে একটা নারীর কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পরিবারে ও সমাজে নিজে আত্মনির্ভরশীল হওয়াতে গুরুত্ব অবশ্যই বেশি পাই, স্বামী আমার উপর আস্থা রাখতে পারছে, সংসারে সকল ক্ষেত্রে আমি আর্থিক অবদান রাখতে পারছি, এটা আমার একটি বড় পাওয়া বলে মনে করিসন্তানদের চাহিদা পূরণ করতে পারি, সমাজে নিজের আর্থির দায়িত্বগুলো সুন্দর ভাবে পালন করছি, সমাজে নিজের ইচ্ছে মতো দান করতে পারছি, নিজের বাবা-মা ভাই বোন শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে পারছি এটাই আমার উদ্যোক্তা জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া বলে মনে করি।

আমি চাকরি করছি না এবং করার ইচ্ছেও নাই। কথায় বলে "পরিশ্রমে ধন আনে আর পূণ্যে আনে সুখচ। সংসার ও ব্যবসা এটা একটা কঠিন ব্রত, প্রথমেই আমার স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগস্বীকার, আমার কঠিন পরিশ্রম, দিনের সময় বন্টন, আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়ান কম, কথা কম কাজ বেশি, গল্প করার সময় কম, মোবাইল ফেইসবুক কম সময় দেয়া সব মিলে কিছুটা হলেও স্বার্থপর হওয়া বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি সংসারে রান্না বান্না সহজ করে ফেলা যেমন কম সময়ে সহজ সহজ রান্না-বান্না, স্বামীর ধৈর্য ও ত্যগস্বীকার অবশ্যই অকপটে স্বীকার করতে হবে। প্রথম প্রথম স্বামী মেনে না নিলেও মনোমালিন্য হলেও সেটা ম্যানেজ করা সম্ভব হয়েছে। যখন স্বামী দেখছে আমি পারছি এগিয়ে যাচ্ছি তখন সেও সাহায্যের হাত দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট মেয়ে খুবই কো-অপারেটিভ হচ্ছে। নিজে নিজে একা একা থাকছে, পজেটিভ আচরণ করছে। সব মিলে আমার কঠোর অধ্যবসায়, পরিবারের সহযোগিতা, স্বজনদের অনুপ্রেরণা এপথে চলা সহজ হচ্ছে।

কথায় নয় কাজের মাধ্যমে উদাহরণ সুষ্টি করে উৎসাহিত করা। সবার জন্য একটাই পরামর্শ ধৈর্য ও সাহস থাকতে হবে। উদ্যোক্তা হওয়ার কোন শর্টকাট রাস্তা নেই, কাজ করতে হবে ভুল হবে শিক্ষতে হবে, ভেঙে পড়া যাবে না, কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব থাকতে হবে। উদ্যোক্তা হওয়ার ৮০% নিজের ইচ্ছা, সাহস পজিটিভ মন ও নেগেটিভ সমালোচনা গ্রহণ করার মন মানসিকতা। কেউ যদি উদ্যোক্তা হতে চায় এবং আমার কাছে আসে তাকে আমার পড়ে যাওয়া, ব্যাথা পাওয়ার গল্প কাহিনী শোনার মন মানসিকতা থাকতে হবে। সাহস হারানো যাবে না। মনে রাখতে হবে একবার না পারিলে দেখ শতবার। একবার বড় কিছু নয় ধীরে ধীরে বাড়াতে হব। কোন কিছুই অসম্ভব নয় তবে একটু কঠিন হবে। জয় হবে নিশ্চিত। ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য, সফলতা আসবেই আসবে।

সিলভী জয়তী

আমি সিলভী জয়তী গমেজ পেশায় একজন শিক্ষক। আমি একজন উদ্যোক্তা এবং খ্রিস্টান নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের সেক্রেটারি।

উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প বলতে গেলে একটু পিছনে যেতে হবে। ১৯৯৪/৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাজ করছি একদম নিজস্ব আঙ্গিকে। নিজে সেলাই করে তৈরি করেছি ব্যাগ, সালোয়ার কামিজ, শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি এবং বিক্রি করে পরিবারকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছি। যখন একাজগুলো আমি শুরু করেছিলাম তখন উদ্যোক্তা শব্দটির সাথে পরিচিত ছিলাম না। নিজের হাত খরচ, পাশাপাশি পরিবারকে সাহায্য করার খাতিরে কাজগুলো করেছি। এ ব্যাপারে আমার অনুপ্রেরণা হলেন আমার বাবা ও মা। কিভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়, সময়কে ব্যবহার করতে হয় তা সবসময় বলতেন। এছাড়াও বলব যারা আমাকে উৎসাহ দিয়ে, প্রশংসা করে ভালো কথা বলে পাশে আছেন তারাও আমার অনুপ্রেরণা।

আমার প্রত্যাশার কথা বলতে গেলে, বলতে হয় একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করা।

যেকোনো ভালো কাজে বাঁধা আসবে এটা আমি জানি। আর মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা আসবে তা কি হয়? আমরা বাঙালিরা সমালোচনা করতে, অন্যের খুঁত ধরতে পছন্দ করি। শুধু তাই নয় আমি যেন ভালো ভাবে চলতে না পারি সে ব্যাপারে উৎসাহের কমতি নেই। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার লোকেরও অভাব নেই। এ বাঁধাগুলোকে সঙ্গী করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

আমি যখন পিঠা নিয়ে কাজ শুরু করি তখন কেউ কেউ আমাকে পিঠাঅলি বলে ডাকত। বর্তমানে আমরা নারী উদ্যোক্তারা পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি। যদিও এখনো লোকজন আমাদের উপর নির্ভর করতে পারে না, তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সাহায্যের প্রসারিত হাত দেখতে পারছি।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একজন নারী শুধু চাকরির বাজারে নয় বরং নিজে উদ্যোক্তা হয়ে অন্যের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে। একজন উদ্যোক্তার দ্বারা আরো দুতিন জনের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, নারী এক অন্য রকম ক্ষমতার অধিকারী। তার কাজ করার চিন্তা অনেক গভীরে। যেকর্মী সে তার প্রতিটি কাজই অত্যন্ত সুচারু ভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। সেটা তার ঘরের না বাইরের তাতে কিছু যায় আসে না।
একটা কবিতা আছে
করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
পাছে লোকে কিছু বলে।

আমি সকলকে বলতে চাই এ ভয়, লজ্জা পরিহার করে নিজেকে খুঁজে বের করুন, নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগান, আপনার পরিচয় আপনি তৈরি করুন স্বনির্ভর হোন আপনি এগিয়ে আসলে পরিবার উপকৃত হবে জাতি আপনাকে স্বীকৃতি দিবে।

ভিক্টোরিয়া শারলিন

আমার নাম ভিক্টোরিয়া শারলিন রোজারিও। আমি ওয়াই ডাব্লিউ সি এ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি। এর পাশাপাশি আমার আরও একটি পরিচয় হল আমি একজন নারী উদ্যোক্তা। আমি বিভিন্ন রকম খাবার নিয়ে কাজ করি। আমার অনলাইন পেইজ হল Angelin Food House।

করোনাকালীন সময়ে যখন পৃথিবী অচল হয়ে পড়ে তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন নারীদের খাবার, পোশাক, জুয়েলারি নিয়ে কাজ করতে দেখে আমিও কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করি। সেই

থেকেই আমার উদ্যোক্তা হবার পথচলা শুরু। আর এই পথে আমার অনুপ্রেরণা আমার মা, বাবা ও স্বামী। ভবিষ্যতে যেন আমি আরও সফল হতে পারি এবং আমার মাধ্যমে যেন আরও নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় এটাই আমার প্রত্যাশা। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ছিল মানুষের সমালোচনা, নেতিবাচক মনোভাব, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। এসব বাঁধা থাকা সত্ত্বেও আমার আত্মবিশ্বাস ও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাকে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। নারী উদ্যোক্তা হিসাবে সমাজ ও পরিবার আমাকে এখন অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। একজন নারী হয়েও আমি আমার স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে স্বচ্ছল ভাবে পরিবারকে চালাতে সক্ষম হচ্ছি।

যেহেতু আমি একজন শিক্ষক তাই আমাকে শিক্ষকতার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা হবার জন্য কাজ করতে হয়। প্রথম দিকে একটু সমস্যা হলেও পরবর্তীতে অল্প অল্প করে মানিয়ে নিতে পেরেছি। আর এক্ষেত্রে আমার স্বামীর অবদান অনেক। অন্যান্য নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আমার পরামর্শ হল স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থকতাই আলাদা। তাই বলব একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হতে হলে অবশ্যই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে হবে। প্রতিবন্ধকতা থাকবেই তবে ইচ্ছা থাকলে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। স্বপ্ন আর পরিশ্রম থাকলেই অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পাওলা রোজারিও

আমি পাওলা রোজ রোজারিও। আমার বাড়ি নাগরী ধর্মপল্লীতে। আমার মা একজন সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে আছি। এর পাশাপাশি স্কুলের আভিভাবকদের নিয়ে "আপন আঙ্গিনা" নামে একটি বুটিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। যেখানে অভিভাবকরা স্কুলে বাচ্চাদের দিয়ে সেই অবসরে সুন্দর একটা সময় কাজে লাগিয়ে তার বিনিময়ে ভাল একটা পারিশ্রমিক পান। কথায় বলে রক্তে মিশে গেছে। সত্যি শিক্ষকতা আমাদের রক্তে। আমার মা একজন খুব ভালো শিক্ষিকা ছিলেন। আমার দাদুও একজন শিক্ষক ছিলেন। সেই ক্ষেত্রে আমিই বা বাদ যাই কেন? আমার মার ইচ্ছা ছিলো অবসরের পর ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে সময় কাটানো। আর মার এই ইচ্ছা বা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে আমার এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি কাজে ইচ্ছাশক্তি থাকাটা খুবই জরুরী। প্রবল ইচ্ছা, চেষ্টা ও সকলের সাহায্য সহযোগিতা, অনুপ্রেরণাই আমি। আমরা এত বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম ও সম্পন্নও হয়েছে। আমার মায়ের মনের লোকানো ইচ্ছা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যখন প্রথম আমি এই সিদ্ধান্ত নেই সকলের মনে প্রশ্ন ছিল ভয় ছিল হায়! হায়! তুমি পারবে তো? কিন্তু কখনো কেউ আমাকে নিরুৎসাহিত করেনি বরং বলেছে চালিয়ে যাও আমরা তোমার পাশে আছি। নারী উদ্যোক্তা বলতে আমি যা বুঝি তা হলো নিজে স্বাবলম্বী হও ও অন্যকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করো। আমি যেমন নিজের যোগ্যতায় অন্যের ভালোবাসায় অন্যের আশীর্বাদে একজন সফল নারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি ঠিক তেমনি আমিও চাইবো আমার দ্বারা গঠিত প্রতিটি নারীই যেন একজন সফল নারী হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পাক। প্রতিটি কাজের কোন না কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় সেটা হোক ভালো বা মন্দ। তবে সেই বিষয়টা গ্রহণ করার উপর নির্ভর করে, কে কেমন ভাবে গ্রহণ করলো প্রতিবন্ধকতা আসবেই। সবকিছু পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই সফলতা আর আমার বিশ্বাস সেই সফলাতাটা আমি কিছুটা হলেও অর্জন করতে পেরেছি। প্রতিটি সফলতার পিছনে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ। একজন নারীর সফলতার প্রথম সিড়ি হলো তার পরিবার। আর পরিবারের সবচাইতে ভরসার জায়গা হলো তার স্বামী। সে দিক থেকে বলতে গেলে আমি খুবই ভাগ্যবতী একজন নারী কারণ আমি আজ এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে শুধু আমার স্বামীর জন্যে। তার বিশ্বাস ভালোবাসা প্রতিটি কাজে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা সাপোর্ট-ই আমাকে আমিতে পরিণত করেছে। আমার এই চলার পথে তার অনুপ্রেরণাই আমার শক্তি। আমি আমার কাজের মাধ্যমে সমাজে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব ফেললাম তার উপর নির্ভর করে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে, সমাজ আমাকে কিভাবে দেখে। আমরা পরগাছা নামে গাছকে সবাই চিনি যা অন্য গাছের উপর ভর করে বেঁচে থাকে। ঠিক তেমনি এখনও আমাদের সমাজে বেশির ভাগ পরনির্ভরশীল নারী আছে যারা ইচ্ছা থাকলেও পারে না নির্ভরশীল হতে। পারে না তাদের নিজ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে। আবার এমন কেউ কেউ আছে যাদের ইচ্ছা আছে কিন্তু পথ জানা নেই বা সাহস করে উঠতে পারে না, তাদের মধ্যে চাপা একটা ভয় বা জড়তা কাজ করে। তাদের পাশে দাঁড়ালে, তাদের ভরসা দিলে, উৎসাহিত করলে ভয়কে জয় করতে পারবে। ইতিমধ্যে আমি আমার বুটিক হাউজের মাধ্যমে জয় করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। অবস্থান এমন একটা শব্দ যা কেউ কাউকে তৈরি করে দেয় না। তা নিজে নিজে অর্জন করতে হয় কাজে, কথায় আচার-আচরণে। সত্যি বলতে কি আমি কখনো গভীরভাবে অনুভব করি নি সমাজ থেকে আমি কি পেলাম বা আমার অবস্থান টা কোথায়। তবে আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে পাওয়া বিশ্বাস, ভালোবাসা, সম্মান-ই আমাকে আমার অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

দিপালী গমেজ

আমি দিপালী গমেজ। একজন উদ্যোক্তা। সভাপতি-খ্রিষ্টান নারী উদ্যোক্তা সংগঠন। পরিচালকঃ সৃষ্টি প্রোডাকশন এবং এথেনা কিচেন।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে আমার স্বামী মারা যান। দুটি সন্তান নিয়ে দিশেহারা ছিলাম। পাশে আত্মীয় স্বজন ছিল। আমি নিজে কিছু করার চিন্তা করলাম। প্রথমে একাডেমি খুললাম নাচের ও গানের। দীর্ঘ দিন চালিয়েছি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় থেকে হাতের কাজ শিখতে লাগলাম। থেমে থাকি নাই। স্বপ্ন ছিল সন্তানদের কীভাবে মানুষ করব। আমার শ্বশুর ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। তিনি আমাকে প্রতি কাজে সাহস দিয়েছেন। আমার প্রবল আত্মবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। গ্রামে যতদিন ছিলাম মহিলাদের ব্লক, পাটের কাজ এবং বিভিন্ন হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। আমার পরামর্শে এবং আমার কাছে কাজ শিখে বেশ কিছু মহিলা স্বাবলম্বী হয়েছে। নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ঢাকা চলে আসি। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করি, খ্রিস্টান নারী উদ্যোক্তা সংগঠন করে। দীর্ঘ ৫ বছরের পরিকল্পনা ছিল। সৃষ্টি প্রোডাকশন রয়েছে এখানে সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে কাজ হয়ে থাকে। এথেনা কিচেন রয়েছে অভিজ্ঞ শেফ দ্বারা মহিলাদের এবং এনজিও ভুক্ত কলেজ এবং ভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের বেকারী আইটেমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেকে এখন উদ্যোক্তা হয়েছে। পড়াশুনার পাশাপাশি মেয়েরা কাজ করছে। আমার সন্তানেরা আজ প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমার অনুপ্রেরণা আমার কাজ। অন্যকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা। প্রত্যাশা, অযথা সময় অপচয় না করে সংসারের পাশাপাশি নারীরা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করুক। প্রতিবন্ধকতা তো থাকবেই। আমার আত্মবিশ্বাস প্রবল। থেমে থাকিনা যেকোন ভালো কাজে ২টি দিক থাকে। তবে আমার সমর্থনের সংখ্যা বেশি ছিল। আমি যেহেতু অনেক চ্যালেঞ্জ পার করে আজ নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছি তাই অনেকের অভিনন্দন আমার আশীর্বাদ। অনেকে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। এটাই আমার অবদান। চাকুরী করি না। তাই সংসারের দায়িত্ব পালনে কোন সমস্যা হয় না। আমার সংসারে দুটি মেয়ে আমার অনুপ্রেরণা। সহযোগিতা চাইলে পাশে থাকব। পরামর্শ হলো হোঁচট খাওয়া জীবন থেমে থাকা নয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করা।

শেষকথা: পিছিয়ে থাকার দিন শেষ। এখন নারীরাও পারে সকল কিছুর সমাধান করতে। ছোট থেকে বড় উদ্যোক্তা হতে, ছোট ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসায়ী হতে। শুধু প্রয়োজন আত্মপ্রচেষ্টা, মনের বল, সঠিক দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফলে নারীরাও সফল উদ্যোক্তা হতে পারে। বর্তমান যুগে পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তারাও সেই প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা, আগামী দিনে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি আরও এগিয়ে যাবে উন্নয়নের স্রোতধারায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

অনিতা মার্গারেট রোজারিও

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে সমগ্রবিশ্বের নারীদের মহত্তের ও কাজের অবদানের কথা জানা যায়। ইতিহাস বলে, এই পৃথিবীর প্রতিটি মহৎ কাজে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধেও তেমনি নারীর রয়েছে বীরত্বপূর্ণ অবদান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি মুক্তিকামী জনগণ ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে আমরা যে বিজয় অর্জন করি এই বিজয় আমাদের জন্য যতটা আনন্দের পাশাপাশি ছিল আমাদের জন্য বেদনার ও দুঃখের। কেননা অনেক প্রাণের বিসর্জন ও রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম বাংলাদেশ নামক এই সুন্দর রাষ্ট্র। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনা, গবেষণা, চলচ্চিত্র, সাহিত্যে পুরুষদের অবদানের কথা যতটা জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, নারীদের ভূমিকার কথা সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুক্তিযুদ্ধে কোনো দল বা পক্ষের একক অবদান আছে এটা কখনোই বলা সমীচীন নয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড় একটি অর্জনে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের দিনে রেসকোর্স ময়দানে অসংখ্য মহিলা এসেছিলেন বাঁশের লাঠি নিয়ে। বঙ্গবন্ধু তার সাতই মার্চের ভাষণেও তিনি নারীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই আহবানে ছিলো আবেগ ও অঙ্গীকার। তিনি বলেন- "আমি আগেই বলে দিয়েছি কোনো গোল টেবিল বৈঠক হবে না,.. ..যারা আমার মা বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসবো আমি গোল টেবিল বৈঠকে? আর যদি একটি গুলি চলে, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো.. .." ঐতিহাসিক সে ভাষণে বঙ্গবন্ধু নারীসমাজের সংগ্রামী অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি দিয়ে প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকাকে দৃশ্যমান করে তোলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজের অর্ধাংস নারী, গণ-আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সার্বিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাদেরকে প্রথম এই আহ্বান জানান।

যুদ্ধের সময় বাঙালি নারীরা আমাদের অনেক বড় সহায়ক শক্তি ছিল- একথা অনেকেই হয়ত ভুলে গেছেন। কখনো সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যাও অসংখ্য। অজানা-অচেনা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন বহু নারী। ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন কখনো মমতাময়ী মায়ের মতো, কখনো বা বোনের মতো। নিজেরা খেয়ে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার রান্না করে পাঠিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাদের সঙ্গে ক্যাম্পে রান্নার কাজ করেছেন যারা, তাদের অনেকেই আবার অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তাদের অস্ত্র বহন করেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন, গোপন সংবাদ আনা-নেয়া করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি সেদিনের নারীর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা এবং সাহসের ফল এই স্বাধীনতা। দুঃসাহসী নারীরা যে যেভাবে পেরেছেন সেভাবে কাজ করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অনেক নারী। যেমন কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, আশালতা, রওশন আরা। তাঁদের মতো অনেক নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, পাকিস্তানি সৈন্যদের খতম করেছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোবরা ক্যাম্পে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেক নারী। কলকাতার পার্ক সার্কাস ও পদ্মপুকুরের মাঝামাঝি গোবরা নামের স্থানে শুধু নারী যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশ নিয়েছেন অনেক নারী শিল্পী। পথে-প্রান্তরে অলিগলিতে গান গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ব্যয় করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, শান্তিকমিটি, রাজাকার বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ দেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে অসংখ্য নারী কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদরের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এ দেশের প্রায় তিন লাখ নারী এবং এদের মধ্যে পাকসেনা ও তাদের বাঙালি সহযোগিদের দ্বারা ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক দু'লাখ। এদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন, অনেকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করেও প্রাণে বেঁচে গেছে। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েও নৈতিকভাবে পরাজিত হননি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এরা স্বামী, পুত্র, ভাইকে দেননি শত্রুর হাতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনেও কাজ করেছেন অনেক নারী। বর্বরতার শিকার এই নারীদের অনেকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, আবার কেউ কেউ এসএসসি পাস থেকে শুরু করে এমএ পাস, এমনকি এমবিবিএস ডাক্তারও ছিলেন- যারা বীরাঙ্গনা খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। যুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানী সৈন্যরা- পাকিস্তানি পতাকার মিলিটারি জিপে এসে বাঙালি নারীদের উপর প্রচন্ড পাশবিক নির্যাতন করেছে, সেনাঘাঁটি বা ক্যাম্পে বন্দী নির্যাতিতা নারীদের মধ্য থেকেই সাধারণত যৌনদাসী নির্বাচন করা হতো। এদের নির্যাতন করতো উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা। ক্যাম্পের বদল হলে, এই নারীদেরও সেনারা সঙ্গে করে নিয়ে যেতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহীম এবং অধ্যাপক নওশেভা শরাফীর নেতৃত্বে একটি দল ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা ক্যান্টেনমেন্ট যেখানে পাক বন্দিদের সাথে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করছিলেন প্রায় শ'খানেক নির্যাতিত বাঙালি নারী। ওখান থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিলো মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন নারীকে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে তাদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে সম্মানিত করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠিত হল জাতীয় পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন এবং নারী পুনর্বাসন বোর্ড, নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয় দেয়া ছাড়াও শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হচ্ছিল। একই সাথে এদের সন্তান সংগ্রহ, লালন-পালন এবং বিদেশে দত্তক দেয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করা হল আর্ন্তজাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন, মহীয়সী নারী মাদার তেরেসা এসময়ে এসব দুঃস্থ নারীদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন-আর তার সংগ্রহকৃত প্রায় ৩০০ জন দুঃস্থ শিশুকে কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের অনেক পরিবার দত্তক নিলেও বাংলাদেশের কোন পরিবার এগিয়ে আসেনি। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এসব নারীদের বিয়ে করার জন্য তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেও সাড়া পাওয়া গেল খুবই কম।

মুক্তিযুদ্ধে যেসকল নারী অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত কানন দেবী, উপাসনা রায়, সুধারানী কর, পূর্ণিমা রানী দাস ও নিপা রানী মুজমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রীতিরানী দাস পুরকায়স্থ, শুক্লা রানী দে, হেমলতা দেব ছাড়াও আরো অনেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ছায়ানট সভাপতি সনজীদা খাতুন কলকাতায় বসে মুক্তিদ্ধের রণাঙ্গনে গানের টিম পাঠিয়ে উদ্দীপ্ত করতেন যোদ্ধাদের। এ কাহিনী কজনইবা জানে। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন অনেক নারীশিল্পী। তাছাড়া যুদ্ধ চলাকালে অনেক নারী কবি, লেখক, সাংবাদিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন দেশ স্বাধীন করার কাজে। তাদের লেখায় ও শিল্পীদের গানে ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। শাহনাজ বেগমের কণ্ঠে 'সোনা সোনা

সোনা লোকে বলে সোনা', কল্যাণী ঘোষের 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'- এ রকম অজস্র গানের সুর শুনে মানুষ শিহরিত হয়েছে আর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশরক্ষার সংগ্রামে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও সাহসের ফল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথাও বলা দরকার। শহীদ রুমীর মা জাহানারা ইমাম বা শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগমের মতো সব মাই মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সর্বমোট ৬৭৬ বীর যোদ্ধাকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন নারীও রয়েছেন। একজন হলেন ডা. সেতারা বেগম এবং অন্যজন হলেন তারামন বিবি - যাদের 'বীর প্রতীক' খেতাব দেয়া হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশের মোট ৬৫৪ জন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে এ সম্মাননা দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের বিশালতাকে পরিমাপ করা যাবে না। এ বিশালতায় যেসব নারী বিভিন্ন অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাদের অনেকের নাম এখনও অজানা।

পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে তথা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করার জন্য, জাতির অধিকার আদায়ের জন্য, সর্বোপরি একটি পতাকার জন্য এদেশের নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা সম্মিলিতভাবে লড়েছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং দেশকে মুক্ত করেছিল আর ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু মা-বোনকে সতীত্ব হারাতে হয়েছে। অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন। তাদের সেই ত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নারী যোদ্ধারা পরিবার, স্বজন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। একটি বাধাগ্রস্ত হলে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালির এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবজনক জাতীয় আন্দোলন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও যে পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অনস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা সুশীল সমাজের কাছে ইতিহাসের উপাদান গৃহীত হতে সময় লেগেছে তিন দশক। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আজও আমরা পিছিয়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা এখন আমাদের সময়ের দাবি। আর তাই আমাদের স্বাধীন দেশে নারী সমাজের ভূমিকা ও অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা উচিত॥

তথ্যের উৎস: সোস্যাল মিডিয়া

সফলতার পথে এক নারী

পিটার ডেভিড পালমা

ঈশ্বরের মহৎ সৃষ্টিযজ্ঞে নারী এবং পুরুষ সর্বোত্তম যেখানে কোন একজনকে বাদ দিলে সৃষ্টিযজ্ঞ অপূর্ণ রয়ে যাবে। নারী-পুরুষের প্রচেষ্টায়ই রচিত হয়েছে উৎকৃষ্ট কল্যাণকর সব কিছু। নারী কোন স্থবির বা গৃহবন্দী কোন নাম নয়। সংসার গোছানো থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, দেশ পরিচালনাসহ বিভিন্ন অবস্থানে নিজ দক্ষতায় দেশ ও জাতির উন্নয়নে নারী নিজেকে আত্মনিয়োগ করে আসছে।

নারীর প্রতিষ্ঠা অর্জন এক দিনে সম্ভব হয়নি। একটি সময় ছিল যখন মেয়েদের ঘরের বাহিরে যাওয়া ও লেখা-পড়া করার কোন সুযোগ ছিল না। সুযোগ এবং সমাজ ব্যবস্থা তাদের প্রতিকূলে থাকলেও সমাজের কুসংস্কার-কুদৃষ্টি, নির্যাতন অপেক্ষা করে অধিক ধৈর্য ও সাধনার ফলে আজ তারা পুরুষের সমকক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবন বাস্তবতায় কর্মক্ষেত্রের সর্বস্তরে নারীর বিচরণ লক্ষণীয়। সফল নারীদের মধ্যে তেমনি একজন হলেন ক্যাথরিন গমেজ। আসুন জেনে নেই তার সফলতার গল্প।

১. পরিচয়?
২. আপনার বেড়ে উঠা, শিক্ষা জীবন (সংক্ষিপ্ত)
৩. দেশ ও জাতির উন্নয়নে একজন নারীকে কিভাবে দেখেন?
৪. আপনার সফলতার পেছনের গল্পটা কেমন ছিল?
৫. আপনার জীবনে সফলতা অর্জনে প্রতিবন্ধতকা কেমন ছিল?
৬. আপনার কর্মের মধ্যদিয়ে কিভাবে খ্রিস্টের সেবা করছেন বলে মনে করেন?
৭. বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান কেমন?
৮. খ্রিস্টান সমাজে নারীরা কেমন আছে?
৯. কি কি উপায়ে নারীরা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি?

আমি ক্যাথরিন গমেজ। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বোর্ণী ধর্মপল্লীতে আমার বাড়ি। আদর্শ, শিক্ষিত ও খ্রিস্টীয় পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবা এন্ড্রু মনো গমেজ ছিলেন সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সৎ ও আদর্শ শিক্ষক। আমি সেন্ট মেরীস প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস কলেজ থেকে এইসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হই। দীর্ঘ ৪ বছর পড়াশোনার পর এলএলবি ডিগ্রি (স্নাতক) লাভ করি। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম এ ভর্তি হই। একই সময় আমি বিজেএসসি (Bangladesh Judicial Service Commission) কর্তৃক সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং পরীক্ষায় সকল ধাপে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হই সহকারী জজ হিসেবে।

একজন নারী যেমন মমতাময়ী মা ঠিক তেমনি একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্বও বটে। অর্থাৎ তার মধ্যে মধুরতা এবং কঠোরতা উভয় গুণই বিদ্যমান। নিজের অধ্যবসায়, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দিয়ে একজন নারী দেশকে চালনা করতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। তেমনি একজন সন্তানকে সঠিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে একজন নারী আমাদের এক আলোকিত জাতি উপহার দিতে পারেন।

আমার জীবনের সফলতার উৎস হলো আমার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব। সত্যি করে বলতে গেলে আমার দু'জন স্যার এবং ম্যাম আমাকে জজ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। আমাকে আমার স্বপ্ন পূরণের পথ চলতে শিখিয়েছেন আর আমার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার সেই পথ চলতে আমার পাশে থেকেছেন।

তবে একটি বিষয়, আজকের আমি আর পূর্বের আমি এক নই। আমার সাফল্যের পেছনে যে প্রতিবন্ধকতা গুলো খুব আপন করেই ঘিরে রেখেছিল সেগুলো হলো ভয় ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমি তা জয় করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে লক্ষ্য পূরণে অটল থেকেছি।

খ্রিস্ট যেমন মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতেন তেমনি আমার পেশা হলো সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে সাহায্য করা।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে নারীদের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভাল। কারণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দেশ পরিচালনা কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে নারীরা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। নারী তার মমতা প্রকাশের স্বাধীনতা পাচ্ছে। পাশাপাশি এ কথাও অস্বীকার করারও কোন উপাই নেই যে, এখন বাংলাদেশের অনেক মেয়েরা নির্যাতন নিপীড়ন এবং Domestic violance এর স্বীকার।

খ্রিস্টান সমাজে নারীদের অবস্থান কেমন তা আমার দৃষ্টিতে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। খ্রিস্টান নারীদের মাঝে উচ্চশিক্ষার হার খুবই কম। এমনকি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে কোন উন্নয়নমূলক কিংবা চাকুরীতে যোগদানের সংখ্যাও কম। সেই দিক দিয়ে আমরা দেশের অন্যান্য নারীদের তুলনায় খুবই কম দক্ষ।

সামনে এগিয়ে যেতে হলে একজন নারীর মাঝে এই গুণগুলো থাকা আবশ্যক,

আত্মবিশ্বাস, ধৈর্যশীল, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মনোভাব, দেশ ও পরিবারের প্রতি যত্নশীল, সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি॥

নারী দিবসে নারী নিয়ে কথা

মাস্টার সুবল

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ, জাতিসংঘের আহ্বানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ও নারী দিবসটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নারী দিবসে নারীদের নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন জনের নানা মতামত কথায় প্রকাশ করা হয়। আসলে নারী কী? নারী কেন? নারী কে? তা পরমেশ্বরের সৃষ্টির প্রথম থেকেই ধরা এবং বলা উচিত। আমি পবিত্র বাইবেল পাঠে নারী সম্বন্ধে যা জানি ও বুঝি, তা অল্প কথায় প্রকাশ করতে চাই। তবে লেখায় সমস্ত বিষয়বস্তু আমার উপরই বর্তায়।

পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধির আদিপুস্তকে লেখা, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে পঞ্চম দিনের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিকর্তা দেখলেন, তার সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মঙ্গলময়। তিনি ষষ্ঠ দিনে তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব করার জন্য তার আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। এইভাবে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যে বিন্যস্ত সমস্ত বস্তুর কাজ শেষ হল। পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা তিনি সপ্তম দিনে শেষ করে বিশ্রাম নিলেন। পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন, কেন না সৃষ্টিকাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর পরমেশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন।

প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধূলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন। আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল। পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে এদেনে একটি বাগানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন। মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়; তাই তিনি মানুষের একটি পাঁজর তুলে নিয়ে সেই পাঁজর দিয়ে এক নারী গড়ে তাকে মানুষের কাছে আনলেন। আর মানুষ বলল, এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এর ফলে তারা স্বামী-স্ত্রী হল। এদেন বাগানে নারী নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল ও তার স্বামীকেও দিল। এভাবে তারা পরমেশ্বরের আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হল। পরমেশ্বর নারীকে বললেন, তীব্র প্রসব বেদনায় তুমি সন্তান প্রসব করবে, আর স্বামী তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে। নারী কী? নারী একজন মানুষের মত মানুষ। নারী কে? নারী মানুষের দেহের পাঁজরে গড়া মানুষ। নারী কেন? নারী মানুষকে গর্ভে ধারণ করার জন্য সৃষ্ট। পরমেশ্বর নর ও নারী উভকেই বললেন, ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল, তা বশীভূত কর।

শেষের কথা, পরমেশ্বর নারীকে মানুষের সমঅধিকারেই সৃষ্টি করলেন। নারী পৃথিবীর সমস্ত নরের সাথে সমঅধিকারেই থাকবে। কিন্তু পরমেশ্বরের দেয়া কথায় নারী তার স্বামীর কর্তৃত্বেই চলবে। দেখা যায় পৃথিবীতে মানবজাতির সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারীগণ বিভিন্নদিকে, বিভিন্নভাবে পুরুষের কাছে ভীষণ অবহেলিত ও নির্যাতিত। এরকম কাজ ঈশ্বর বিরুদ্ধ কাজ। নারীদের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন নিয়ম তৈরী করার ফলে নারীগণ, শারীরিক-মানসিক ও আর্থিক দিকে বহু সমস্যা ও কষ্ট পাচ্ছে। এ সমস্যা ও কষ্ট কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে পবিত্র বাইবেলে বিশেষ করে নব সন্ধিতে নারীদের রয়েছে প্রচণ্ড বিলাপ। এ বিলাপের সাথে পৃথিবীতে অন্যকোন বিলাপের তুলনা করা যায় না। এ বিলাপে যিশুখ্রিস্টের মা মারীয়া অন্যতম। আসুন আমরা সবাই মিলে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে, মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের কাছে এবং সমস্ত সাধু-সাধ্বীর কাছে প্রার্থনা করি, নারীগণ যেন সার্বিকভাবে সমঅধিকারী হন॥

নারী

মিল্টন রোজারিও

আমি নারী,
কন্যা জায়া জননী
আমাকে দিয়ে সৃষ্টি এবং আমিই জগৎ মানি;
সেই আদিকাল থেকে আমি আছি
এই নশ্বর পৃথিবীতে নরের পাশাপাশি,
সয়ে যাচ্ছি নিষ্ঠুর কামনেশার শতানন্দ
দিয়ে যাচ্ছি মানুষ নামের নারী ভক্ষকদের
আতঙ্কিত ভয়মিশ্রিত পাংশুর মুখে হাসি এনে
নর-কে সুখী আর শান্তির পৃথিবী দিতে!
আমি নারী,
আমাকে একজন নরের জন্য বেছে নিতে
দিতে হয়েছে শত পরীক্ষা,
কুরবানীর পশুর মত নিখুঁত ঘেটে ঘেটে দেখে;
মাথার চুল থেকে পায়ের নখ
আমার হাঁটা-চলা, চোখ-কান-নাক-ঠোঁট-দাঁত
সব সব প্রদর্শন সত্ত্বেও শুনতে চায় গান,
খেতে চায় শাহী খাবার আর সখের বাগান!
আমি নারী,
পারি না একা পথ চলতে
রাস্তায় নরপশুদের লোলুপ দৃষ্টির তীক্ষ্ণশূলে
পথে নামলে হায়েনাদের আক্রমনাতঙ্কে কাটে প্রহর
দিনের আলোটা পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার সাথে সাথে
রক্তিম দিবাকরটা বলে যায় পালাও পালাও
আর কতকাল পালাবো আমরা বল!
আমরা নারী কি মানুষ নই!!
আমি নারী,
পিতৃহীন বলে কি বাঁচার অধিকার নাই
এই নর শাসিত পৃথিবীতে?
অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা আমাকে
মায়ের চিকিৎসার নামে দিনের পর দিন ভোগ করে
নিশিপদ্ম বলে নানা উপঢৌকনে ভরে
গড়ে তোলে জলসা ঘরের রাণী!
আমি নারী, উপঢৌকনের
নর-কে খুশী রাখতে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি
নিজকে সতর্ক ভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়
যেন ভিন্ন নারীর মোহে আমাকে ত্যাগ না করে!
আমি নারী,
খবরের কাগজের লোকেরা খুব মজা পায়
আমাদের, তাদের পত্রিকার শিরোনাম করতে;
যে পুরুষ তার কামনাবাসনা চরিতার্থ করে
সারারাত পশুর সাধ মিটিয়ে
নিথর দেহটা ফেলে চলে গেল;
তার নাগাল আর পায় কে?
পায় শুধু অর্ধমৃত নারীকে!
আমি নারী,
যে নর-কে দশ মাস দশদিন
পেটে ধারণ করে জন্ম দিয়েছি
সেই নরই সর্প হয়ে নারীকে দংশন করছে বারংবার;
শত অপমান লাঞ্ছনা সয়েও
নারী ভুলে যায় সে একজন মা!
আমি নারী,
হে নরকুল, বিশ্বের অধিশ্বর
তোমরাই মহামানব, তোমরাই ন্যায়-অন্যায়ের ধারক
আমার মত নারীর গর্ভেই তোমার জন্ম
সেই মাকে সম্মান দাও
তোমার বোনকে সম্মান দাও
তোমার জায়াকে সম্মান দাও
নারীকে সম্মান দাও,
পৃথিবীতে শান্তি আপনাআপনি নেমে আসবে
ঐ সর্বশক্তিমানের স্বর্গ থেকে!!

ঢেউ ভাঙ্গা দুই নারীর গল্প

রকি রায়

বিশ্বে নব সৃষ্টির স্রষ্টা নারী। নারী ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর জগত সৃষ্টির সূচনা লগ্নে নিজ হাতে মানব-মানবী সৃষ্টি করলেন মাটি ও প্রাণবায়ু দিয়ে। এরপর তিনি মানব সৃষ্টির দায়িত্ব তুলে দিলেন নর-নারীর কাছে, "তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর" এই আশীষবচনের মধ্যদিয়ে। আর এরই মাধ্যমে নারী হয়ে উঠল সহ-সৃজনকারী। এমনকি স্বয়ং ঈশ্বর এবং ধর্মাবতারগণও নতুন সৃষ্টি ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নারীগর্ভে জন্ম নিয়েছেন। নারীর জীবন বৈচিত্রময়। হিন্দু পৌরানিকে পাওয়া যায়, রাম সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণ বধের প্রয়াস চালান। কিন্তু রাবণ অপরাজেয় শক্তির বরপ্রাপ্ত হয়ে, হয়ে ওঠে অজেয়। তখন রাম শক্তির দেবী দূর্গার পূজা করে রাবণ বধে সক্ষম হন। আবার এই একই রাম তার নিজ রাজত্বে প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে সতী সীতাকে অগ্নি পরীক্ষায় বাধ্য করেন। খ্রিস্টধর্মসহ আব্রাহামীয় ধর্মগ্রন্থে শয়তান প্রথম নারী হবাকে প্ররোচিত করে জগতে পাপের সূচনা করে। আবার জগতমাতা মারীয়া তার পুত্রের পরিত্রাণ কর্মে, পুত্রের ক্রুশ পথে সহযাত্রী ও ক্রুশমরণের চাক্ষুষ সাক্ষী হন। এইতো নারী, নারীর জীবনে কখনো তাকে দেবী ও বেহেস্ত বলে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়, কখনো বা তাকে পণ্য করে অসম্মান, অশ্রদ্ধা করা হয়। নারী নিজেকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করে তার গুণ, ত্যাগ ও মমতায়, যা তাকে করে তোলে অবিস্মরণীয় ও অনন্যা। এমনই দুই নারীর জীবনকে উপজীব্য করে লেখা ঢেউ ভাঙ্গা দুই নারীর গল্প। যারা সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ। সামাজিক বাধা দরিদ্রতা ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা যাদের দমাতে পারেনি।

একটি গাছ যাকে নব জীবনীশক্তি দিয়েছিলঃ

ভারতীয় নারী সিন্ধুতাই সাপকাল। যিনি ভারতের মহারাষ্টের এক অজোপাড়াগায়ে জন্মগ্রহণ করেন। অবাঞ্ছিত সন্তান হিসেবে তার নাম রাখা হয় সিন্ধু যার অর্থ স্থানীয় ভাষায় ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা। গ্রামের আর দশজন মেয়ের মত দরিদ্র পিতা ১০ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেন হারাবাজি সাপকাল নামে ৩০ বছর বয়সী এক গোচারকের সাথে। স্বামীর ঘরে দরিদ্রতার দরুণ অন্যের বাড়ি, জমিতে কাজ করতেন সিন্ধুতাই। একবার গ্রামে এক প্রতিপত্তিশালী জনগণকে পারিশ্রমিক প্রদানে ঠকালে সিন্ধুতাই তার প্রতিবাদ করেন এবং তিনি জনসমর্থণ পান। ফলে প্রতিপত্তিশালীর রোষানলের শিকার হন। গ্রামের প্রভাবশালী লোকটি সিন্ধুতাইয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার স্বামীকে বাধ্য করেন সিন্ধুতাইকে পরিত্যাগ করতে। হারাবাজি সাপকাল সিন্ধুতাইকে আধমরা করে গোয়ালঘরে ফেলে রেখে আসে। দুর্ভাগ্য বশত সিন্ধুতাই তখন নয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন এবং সেই গোয়ালঘরে তিনি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। তিনি তার মেয়েকে নিয়ে পিত্রালয়ে গেলে তার মা তাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে বলেন। নিরূপায় সিন্ধুতাই তার সদ্য প্রসবিত কন্যা নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে থাকেন। মেয়েকে মন্দিরের পুরোহিতের স্ত্রীর কাছে রেখে তিনি ভিক্ষা করতে বের হতেন। একদিন প্রচণ্ড গরমে ক্ষুধা ও দুর্বিসহ জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার শিশু মেয়েকে কোলে নিয়ে সে ট্রেনের তলে শুয়ে আত্মহত্যা করবে। কাছেই ছিল একটা গাছ, সিন্ধুতাই গাছের তলায় একটু ছায়ার আশায় গেল। ছোট গাছটা কিছুদিন আগে ছাটাই করা হয়েছিল, তাই অল্প ছায়া দিতে সক্ষম হচ্ছিল। আর তাতেই সিন্ধুতাই নিজের শরীর জুড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার চেতনা হল, এই ছোট গাছ এই অল্প ছায়া দিয়ে তাকে এই গরমে তার জীবনে আরাম দিচ্ছে তবে সে কেন পারবে না তার মেয়েকে নিয়ে বেঁচে থাকতে? কিছুক্ষণ পর সে দেখল ট্রেন স্টেশনে কিছু ছোট অনাথ ছেলেমেয়ে। সে তাদের বুকে টেনে নিল এবং তাদেরও দায়িত্ব নিল। ভিক্ষা করে তিনি তার মেয়েসহ এই সমস্ত এতিম শিশুদের যত্ন ও দেখভাল শুরু করে। তার প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন বিত্তশালীরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে শিশুদের আশ্রম এবং অবাঞ্চিত, বয়স্ক নারী পুরুষদের থাকার জন্য বিভিন্ন আশ্রম খোলেন। তার সেবাকাজ ও নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছোট বড় ২৭৪টি পুরস্কার পান। তাকে জনগণ মা বলে ডাকতেন, সর্বোপরি তাকে ভারতে পুনের মাদার তেরেসা বলেও ডাকা হত। তার জীবনের অন্যতম আবিস্মরণীয় ঘটনা হল তার বৃদ্ধস্বামী হারাবাজি সাপকাল একদিন তার কাছে আশ্রয় নিতে আসে। সিন্দুতাই তাকে পরম মমতায় বুকে আগলে নেন এবং তিনি বলেন, তুমি আমার স্বামী নও, তুমি আমার সন্তান, সবথেকে বড় আর দুষ্ট সন্তান।

যে নারী মৃত্যুহীন প্রাণ সাথে এনেছিলঃ

গত মার্চ মাসে প্রচণ্ড মাথাব্যাথা, আইসিইউ, মাথা থেকে দুটো টিউমার অপসারণ করা, ৪৮ ঘন্টা নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা, বমি, অতঃপর আবার আইসিইউ। এরপর নক্ষত্রটির পতন এই পৃথিবী নামক নশ্বর গ্রহ থেকে। মৃত্যুর আগে মেয়েটি তার মাকে বলেছিল, মা আমার মৃত্যুর পর আমার কিডনী, কর্নিয়া, ব্রেন তুমি দান করে দিও। যেন এগুলো কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকেরা অন্যদের নতুন জীবন দিতে পারে। তাই তার মা আর দেরী না করে চিকিৎসকদের তার মেয়ের অঙ্গ অন্য রোগীর দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়। এবং তার চারটি অঙ্গ, দুটি কিডনী ও দুটি কর্নিয়া চারজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয় যারা এখন সুস্থ। পাঠকের হয়ত বুঝতে বাকি নেই, পরবর্তী ঘটনাটি আমাদের দেশের তরুণী ২০ বছর বয়সী সারাহ ইসলামের। সংবাদপত্র, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে তার মানবতার কথা আজ সর্বজন বিদিত। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর মায়ের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় এই মানবতার ফেরীওয়ালা। কিন্তু কিছুদিন পর তার মা জানতে পারে তার "টিউবেরাস স্কেলেরোসিস" নামক এক বিরল রোগ আছে শরীরে। আর এই রোগে রোগীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে অনেক টিউমার থাকে এবং সর্বদা নতুন টিউমার জন্ম নেয়। এই অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে চলে মায়ের নিরবধি সংগ্রাম। তিনি কখনো চাইতেন না তার মেয়ে পিছিয়ে পড়ুক বা সমাজে নিগ্রহের শিকার হোক। তাই তিনি সারাহকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। স্কুলের সহপাঠীরা মাঝে মধ্যে সারাহর শরীরের বিশেষ করে মুখের টিউমার গুলো দেখে ভয় পেত, তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তারা সারাহর অমায়িক ব্যবহার, প্রখর মেধা ও সৃজনীশক্তি দেখে তার ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়ে। এভাবে সে তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা লিখে হলি ক্রস কলেজ থেকে এবং চারুকলায় স্নাতকের জন্য ভর্তি হন ইউডা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই মাসের বেশি ক্লাশ করার সুয়োগ হয় নি, তার কারণ শুরুতেই লিখেছি। এভাবেই সারাহ নামের নক্ষত্রটির পতন হয়। কিন্তু নক্ষত্রটি যে আলোকছটা, যে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে নিয়ে গেছে তা অসীম। সারাহর মৃত্যু ও দান বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কারণ তিনিই প্রথম মানবী যার ব্রেন ডেথ হওয়ার পর শরীরের অঙ্গ অন্য রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং এ অস্ত্রোপাচার সফল হয়েছে। পাশাপাশি ২০ বছরের এই তরুণী যে সাহস দেখিয়েছে তাও প্রশংসার দাবিদার। যা অনেকের জন্য এক জীবন্ত আদর্শ। সারাহ ছিলেন একজন প্রকৃতিপ্রেমী, সদালাপী, হাস্যময়ী এবং সৃজনশীল মানুষ। তার ঘরের ভেতরের দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো মাছের এ্যাকুরিয়াম ও গাছগুলো তার বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দেয়। তিনি কৈশোর থেকেই নানা সেবামূলক কাজে ও প্রতিবাদে অংশ নেন। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও মেয়েদের নিরাপত্তার আন্দোলনে মশাল প্রতিবাদে সে ছিল সক্রিয় সদস্যা। ভাবতেই অবাক লাগে কিভাবে এই অল্পবয়সে তার মধ্যে জনহিতের এমন তীব্র বাসনা এলো! তার শরীরের কষ্টগুলোই সম্ভবত অন্যের কষ্টগুলো অনুভব করতে তাকে শিখিয়েছিল।

হয়তো তার জন্যই কবি লিখেছিল-

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আসো
প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আসো।

এভাবেই যুগে যুগে নারীরা জন্ম নেয় এই মর্তলোকে, জন্ম নেয় কন্যা হয়ে, মা হয়ে, সহধর্মীনি রূপে বা সহোদরা হয়ে। সবসময় তাদের জীবন সুখময় হয় না। জীবনের পথগুলো সোজা থাকে না। তবুও তারা সফল হয় বাঁকা পথে সোজা কিছু লিখতে। জীবন তরী নিয়ে ঢেউ ভাঙ্গা পথ পাড়ি দিতে। তাই জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত ঢেউভাঙ্গা সমস্ত নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, শুভকামনা ও ভালবাসা। সফল, শুভ ও মঙ্গলকর হোক নারী দিবস।

তথ্যঋণঃ

১) উইকিপিডিয়া।
২) প্রথমআলো সংবাদপত্র।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধু

মানব সভ্যতার ইতিহাস যত পুরনো, যুদ্ধের ইতিহাসও তত পুরনো। আর যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শণের জন্য স্বীকৃতি প্রদানও তত পুরনো। দেশ ও জাতির কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের একটি ভিন্ন মর্যাদা সব সময়ই ছিল ও আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে সূচনাতেই (মে, ১৯৭১) বীরত্বসূচক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে খেতাব প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদেরও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সম্মানসূচক স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকার। প্রবন্ধে পর্যায়ক্রমে ১০জন খেতাবপ্রাপ্ত বন্ধুদের অবদানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণের বন্ধ ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এদেশের নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, তখন অসংখ্য বাংলাদেশী সীমান্তের ওপারে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় এক কোটি লোক জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। এসব শরণার্থীদের খাদ্য ও বাসস্থান দিয়ে সহায়তা করেন তিনি। ৩০ এপ্রিল তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক বাংলাদেশী তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিংদানের ব্যবস্থা করেন তিনি।

জুলাই মাসে পাকিস্তানের সহায়তায় আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে বরফশীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। পাকিস্তান দুই পরাশক্তির প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। পাক সামরিক জান্তা ২ আগস্ট ঘোষণা করল, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করবে তারা। ভারতের সর্বস্তরের জনগণ এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয় এর শোচনীয় পরিণতির কথা। আগস্ট মাসেই ভারত-সোভিয়েত ২০ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বরাজনীতিতে নতুন মেরুকরণে শান্তিকামী বাঙালির মনোবল বাড়িয়ে তোলে।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হন। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের বৈদ্যনাথ তলায় সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। এরপর নয় মাস বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সফল করতে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেন।

নভেম্বরে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৬ নভেম্বর লোকসভায় ঘোষণা দেন, "আমি এই হাউজকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" কোন বিদেশী রাষ্ট্রের এটাই প্রথম স্বীকৃতি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার আগে শ্রীমতি গান্ধী আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র সফর করেন। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি ও জনমত গঠনের জন্য। তার সার্বিক সাহায্যের ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র নয় মাসের মধ্যে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অসামান্য ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন দুঃসময়ের বন্ধু। বাঙালি জাতি চিরকৃতজ্ঞ এই মহীয়সী নারীর প্রতি।

ফিদেল কাস্ত্রো

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ফিদেল আলেসান্দ্রো কাস্ত্রো সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে বিপ্লবের প্রতীক কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো নামেই পরিচিত। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার এবং তার দলের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন। তিনি বলতেন "ভালোবাসা মানেই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।" এক সাক্ষাতে কাস্ত্রো বলেন, **"আমি হিমালয় দেখিনি তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। তাকে দেখেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।** বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননায় ভূষিত করে।

সাইমন ড্রিংক

বৃটিশ দৈনিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাইমন ড্রিং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক বক্তৃতা শুনলেন। লাখো লাখো জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনিতেই বুঝতে পারলেন কী চায় পূর্ববাংলার মানুষেরা। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চ লাইট' চালানোর আগে ঐ হোটেলে প্রায় ২০০ বিদেশী সাংবাদিক ছিল। ২৭ বছর বয়সী এই তরুণ সাংবাদিক হোটেলের লবি, রান্নাঘর এবং ছাদে ৩২ ঘন্টার বেশি সময় ধরে পাক বাহিনীর বর্বরতা কাভারেজ দেন। ২৭ মার্চ সামরিক টহল এড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনের সহায়তায় সেনাদের লাল চোখ এড়িয়ে যাবার সময় নাজেহাল হন নি। পায়ের মোজায় সমস্ত কাগজপত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাংকক গিয়ে পত্রিকার জন্য রিপোর্ট পাঠান 'ট্যাঙ্কস ক্র্যাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামে যা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রামের প্রথম পাতায় ছাপা হয় ছবিসহ। অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার অযুহাতে ঢাকা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত এক নগরী। পাকিস্তানী সেনাদের ঠান্ডা মাথায় টানা ২৪ ঘন্টা গোলাবর্ষণের পর এ নগরের...

এটাই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বহির্বিশ্বে প্রচারিত প্রথম সংবাদ। এর ফলে আন্তর্জাতিক মহলের টনক নড়ে। এই প্রতিবেদনটি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

৩০ মার্চ 'ট্যাঙ্কস ক্র্যাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাইমন ড্রিং ব্যাংকক থেকে লণ্ডন ফিরে যান। এরপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের দিকে তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় অবস্থান নেন। সার্বক্ষণিক বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি, অস্থায়ী সরকার গঠন ও পাকিস্তানী হানাদারদের নৃশংসতার বিবরণ লন্ডনের দৈনিকে পাঠাতে থাকেন। সারা বিশ্বের জনগণ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন জুগিয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক মহল নড়েচড়ে বসে।

অতপর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলে সাইমন ড্রিং বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর সঙ্গে ময়মনসিংহ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার সময়ও সাইমন ড্রিং ঢাকায় ছিলেন। একাত্তরের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দু'তিনবার সাক্ষাৎ করায় বঙ্গবন্ধু তাকে চিনতেন। সাইমন সেই ট্রাকের পেছনে ছিলেন, যেটিতে শেখ মুজিবকে ঢাকা বিমনবন্দর থেকে পল্টন ময়দানে নিয়ে আসে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ছিল সাইমনের ২৮তম জন্মদিন। তিনি অবস্থান করছিলেন একটি আন্তঃমহাদেশীয় হোটেলে। বঙ্গবন্ধু তাকে চমক দিতে সেই হোটেলে জন্মদিনের একটি কেক পাঠিয়ে দেন। এমন চমকে সাইমন ড্রিং রীতিমতো আপ্লুত হয়ে যান।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসাধারণ ভূমিকার জন্য সাইমন ড্রিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ। **(চলবে)**

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: স্বাধীনতার ডায়েরী ২০২২
বেকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি:

আলোচিত সংবাদ

বাংলাদেশীরা ১০১ দেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব সুবিধা পাবেন

বাংলাদেশের নাগরিকত্বের পাশাপাশি আরও ১০১টি দেশের নাগরিক হতে পারবেন বাংলাদেশীরা। বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে এসআরও (স্টেটরি রেগুলেটরি অর্ডার) জারির প্রস্তাবে মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন দিয়েছে। এ ছাড়া উপাচার্যের মেয়াদ চার বছর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর নীতিগত অনুসোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১১৩৫ বাংলাদেশী সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেবে কাতার । এমন বিধান রেখে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে একটি চুক্তির খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সোমবার এই অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে এই বৈঠক হয় । পরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বাংলাদেশীরা ইউরোপসহ ৫৭টি দেশের নাগরিক হতে পারতেন। এখন আরও ৪৪টি নতুন দেশ যুক্ত হয়েছে। ফলে এখন বাংলাদেশীরা নিজ দেশের পাশাপাশি মোট ১০১টি দেশের নাগরিক হতে পারবেন। নতুন ৪৪টি দেশের মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের ১৯টি দেশ, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ১২ দেশ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ১২টি দেশ ও ওশেনিয়া মহাদেশের একটি দেশ।

পাশাপাশি বসলেন, গণতন্ত্রের কথা বললেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতারা

রাজনীতির মাঠে মুখোমুখি অবস্থানে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। দল দুটির নেতারা নিয়মিত পাল্টাপাল্টি আক্রমণ করে বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে আসছেন। এর মধ্যে সোমবার এক অনুষ্ঠানে দুই দলের শীর্ষ পর্যায়ের দুই নেতাকে দেখা গেল ভিন্ন চেহারায়। জাতীয় পার্টির এক নেতাও ছিলেন তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি বসে আলাপচারিতার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষ দেশের স্বার্থে কাজ করার কথা বললেন তারা।

এই তিন নেতা হলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য ফখরুল ইমাম। রাজধানীর গুলশানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা। আলোচক হিসেবে তারা এসেছিলেন ইউএসএআইডির অর্থায়নে স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ (এসপিএল) প্রজেক্টের আওতায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতাদের সমন্বয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল। প্রকল্পের আওতায় এই তিন রাজনৈতিক দলের ২৪ জন নেতাকে দুই পর্বে মোট ছয় দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ছয় দিন তারা একই হোটেলে একসঙ্গে ছিলেন। তাদের বোঝানো হয়েছে গণতন্ত্রকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, দল ও দলের বাইরের দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা যায়, সব মতের মানুষকে নিয়ে কীভাবে দেশের উন্নয়ন করা যায়। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় ভিন্নমতের নেতাদের একসঙ্গে রাখাকেও বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন অনুষ্ঠানের আলোচকেরা।

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে পুতিনের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সম্প্রতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় পুতিন বলেন, 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' ঢাকাস্থ রাশিয়ার দূতাবাস এ কথা জানিয়েছে।

পুতিন বলেন, বাংলাদেশ ও রাশিয়া ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে। রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমি আশা করি, রাষ্ট্রপতির মেয়াদে আপনার (মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন) কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করবে।' তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস

করোনা ভাইরাসের পর এবার নতুন আতঙ্কের নাম অ্যাডিনো ভাইরাস। ইতিমধ্যেই ভারতের একাধিক জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

অ্যাডিনো ভাইরাসের উপসর্গ কী কী

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা তিনদিনের অধিক জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কারও কারও সর্দি, চোখ জ্বালা, ফুসফুস এবং শ্বাসনালিতে মারাত্মক সংক্রমণ রয়েছে। অভিভাবকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে জ্বর না কমলে চিকিৎসক দেখানো প্রয়োজন।

আক্রান্ত হলে কী করবেন?

হাঁচি ও কাশির সময় নাক-মুখ যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে হবে।

ঘন ঘন সাবান জল দিয়ে হাত ধুতে হবে।

স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।

উপসর্গ দেখা দিলে সেই ব্যক্তিকে আইসোলেটেড থাকতে হবে।

দুই বছরের নীচের শিশুকে বিশেষভাবে যত্নে রাখতে হবে।

বেশি পরিমাণ জল ও তরল খাবার খেতে হবে।

আক্রান্ত হলে কী করবেন না?

চোখে, নাকে, মুখে অযথা হাত দেয়া যাবে না।

যত্রতত্র কফ, থুতু ফেলা যাবে না।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া যাবে না।

ভিড় এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে

সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দুই পক্ষের মধ্যে এসব চুক্তি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এরপর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো আন্দ্রেস ক্যাফিয়ে। বাংলাদেশ-আর্জেন্টিনার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি ও ফুটবল সহযোগিতা চুক্তি সই হয়েছে। এছাড়া দুই দেশের কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসেছেন। এটি আমাদের জন্য সুসংবাদ। বাংলাদেশের অনেক লোক খেলোয়াড় মেসির ভক্ত। এই সফরের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মধ্যে আগামীতে সম্পর্ক আরও বাড়বে। তিন দিনের সফরে সোমবার সকালে ঢাকায় পৌঁছেন আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো আন্দ্রেস ক্যাফিয়েরো। সফরের প্রথম দিন বনানীতে আর্জেন্টিনার দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর আবারও বাংলাদেশে মিশন চালু হলো আর্জেন্টিনার।

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাধ্বী ক্যাথেরিন মারী ড্রেকসেন

ক্যাথেরিন তাঁর নিরবতার জীবন পথের সাথে সংযুক্ত করেন ঈশ্বরের উপর তাঁর পূর্ণ নির্ভরতা এবং প্রার্থনাপূর্ণ মনোভাব। তিনি "আরাধ্য সংস্কার সিস্টার সন্ন্যাস সংঘ" স্থাপন করেন। এই সিস্টারদের কাজ হলো ভারতীয় আমেরিকান ও আফ্রো-আমেরিকানদের মাঝে মঙ্গলবাণী প্রচার করা এবং খ্রীষ্টপ্রসাদীয় জীবন সহভাগিতা করা।

ক্যাথেরিন মারী পেনসেলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ক্যাথেরিনের মনের মধ্যে এই ধারণা সঞ্চারিত বা প্রবিষ্ট করেন যে, ধনসম্পদ কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে এবং অন্যদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই জাতিগত বৈরিতাজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেন এবং জাতি পুনর্গঠনে নিজেকেও উৎসর্গ করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি আরাধ্য সংস্কার সিস্টারদের সন্ন্যাস সংঘে তিনি ধর্মব্রতিনী হিসাবে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ের সিস্টারদের কাজ ছিল মঙ্গলসমাচারের বাণী ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন ভারতীয় আমেরিকান ও আফ্রো-আমেরিকানদের মাঝে সহভাগিতা করা বা প্রচার করা।

তাঁর জীবনকালে ক্যাথেরিন একটি মিশনারী সেন্টার স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চলগুলোতে ষাটটি আফ্রিকান ও ভারতীয় আমেরিকানদের স্কুল খুলেন। তাঁর

সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠা হলো নিউ অরল্যান্সে জেভিয়ার ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করা। ক্যাথেরিন ও তাঁর সিস্টারদের সেবাকাজের তালিকায় ধর্মশিক্ষা দান, সমাজ সেবা, বাড়ী ও পরিবার সাক্ষাৎ, হাসপাতালে গিয়ে রোগী ও কারাগারে গিয়ে কারাবন্দীদের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি সেবাকাজগুলো ছিল।

তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর মারাত্মক অসুস্থতার জন্য তিনি ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চল। তিনি তাঁর শরীর একদম নড়াচড়া করতে পারতেন না। এই দীর্ঘ সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আরাধনা ও নিরন্তর ধ্যানী জীবনে উৎসর্গ করেন। শিশুকালে তিনি এমন জীবনই আশা করতেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৩ রা মার্চ তিনি মারা যান। পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর সাধু পিতরের মহামন্দিরে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত হন॥

নারী

ফাল্গুনী কস্তা

সপ্তমাশ্চর্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি তুমি,
শুচিস্নিগ্ধা নারী।
আমি নারী তাই আমি সব পারি।
দেবীদের মতই সর্বগুণ সম্পন্না
তুমি নারী।
তোমার অপরূপ রূপ বদলে কখনো তুমি
হও দেবী স্বরসতী,
কখনো দয়ার আঁধার হও তুমি মা লক্ষ্মী।
কখনো দুর্গতিনাশিনী তুমি হও মা দূর্গা।
কখনো সৃষ্টি ও ধ্বংসে তুমিই হও
মা কালী।
আবার এই তুমিই কখনো
ধৈর্য, প্রার্থনায় ও নীরবতায় হও
মা কুমারী।
মাতৃত্বের সকল সুধা দেও ঢালিয়া,
নারী ছেঁড়া ধন প্রিয় সন্তানের তরে।
কখনো প্রেয়সী হয়ে প্রেমিকার পাশে রও
সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যে সর্বগুণা হয়ে।
নিজেরে করে ধ্বংস নরকে তুমি গড়ো।
নিজেরে করে নিঃস্ব অন্যরে করো পূর্ণ।
যতই বলুক লোকে মন্দ তোমায়,
নও তুমি অতি সাধারণ,
দিনান্তে সকলেই ফিরে ঘরে,
ক্লান্তির শেষে একটু প্রশান্তির আশায়।
তখন সকলেরই হও তুমি নারী
ভরসা, নির্ভরশীলতা, সহনশীলতা আর
আনুগত্যের প্রতিমূর্তি।

তেলেগু সম্প্রদায়ের ভাসমান জীবন ও আর্তনাদ

উচ্ছেদকৃত তেলেগু বাসস্থান | নির্ধারিত নতুন গৃহনির্মাণ স্থান | উচ্ছেদকৃত পরিবারের গৃহের অবস্থা

ব্রিটিশ শাসন আমলে তেলেগু সম্প্রদায়ের ১০০ পরিবারকে পরিচ্ছন্নকর্মী (সুইপার) হিসেবে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে তারা ওয়ারীতে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হলে তারা ১০০টি পরিবার প্রথমে সায়েদাবাদ টার্মিনালে ৩ থেকে ৪ বছর বসবাস করেন আবার পরবর্তীতে ঐ স্থান থেকে তাদের সরিয়ে দিলে তারা সায়েদাবাদ হুজুরের বাড়িতে ৯ বছর যাবৎ বসবাস করেন। সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলে তারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় যাত্রাবাড়ি থানার ৪৯ নং ওয়ার্ড এর অঞ্চল ০৫ ধলপুর ১৪ নং আউটফল তেলেগু কমিউনিটি কলোনীতে ১২০টি পরিবার ৩৩ বছর যাবৎ বসবাস করে আসছে। সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ প্রয়োজনে ও উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ধলপুরের তেলেগু সম্প্রদায়কে তাদের অনেকদিনের বসতি ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ভুমি ও গৃহহীন তেলেগুরা কোথায় যাবে তা খুব একটা বিবেচনায় আনা হয়নি। বিগত ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে পর্যায়ক্রমে তেলেগুদের নির্দিষ্ট কলোনীগুলোতে ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু হলে তারা চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যেই তেলেগু ইস্যুটি মিডিয়াতে কাভারেজ পেয়েছে। হিরণ প্যাট্রিক গমেজের তথ্যদানে ও সহযোগিতায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ প্রতিবেদন।

এক নজরে ধলপুরের তেলেগু কমিউনিটির চিত্র

ক্রমিক নং	ধর্মীয় অনুশীলন	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শিশু	কিশোর-কিশোরী	যুবক-যুবতী	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	বয়স্ক
০১	কাথলিক	১৫ টি	৯০ জন	২০ জন	১৫ জন	৩১ জন	০২ জন	২২ জন
০২	ব্যাপ্টিস্ট	৬০ টি	৩৬০ জন	৭৫ জন	৭৫ জন	৯৫ জন	০৫ জন	১১০ জন
০৩	চার্চ অব ক্রাইস্ট	৪৫ টি	২৭০ জন	৬৫ জন	৫৫ জন	৮১ জন	০৪ জন	৬৫ জন
০৪	হিন্দু/ সনাতন	১৩০ টি	৬০৫ জন	১১৬ জন	১২৬ জন	১৪৩ জন	১২ জন	২০৮ জন
	মোট	২৫০ টি	১৩২৫ জন	২৭৬ জন	২৭১ জন	৩৫০ জন	২৩ জন	৪০৫ জন

সঠিক অবস্থা: বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তরিত তেলেগু ২৫০টি পরিবারের মধ্যে সরকারি ভাবে চাকুরীকৃত ১৩০টি পরিবার সরকারিভাবে আশ্রয় পেয়েছে। অবশিষ্ট ১২০টি পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তারা খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, পয়:নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ খাবার পানির চরম সংকটে ভুগছে। তেলেগু সম্প্রদায়ের পুরুষেরা সুইপার হিসেবে যে কাজ করতেন বর্তমানে বাঙালিরা সেই কাজ করাতে তেলেগু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের কাজ হারাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে তারা এখন বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৮,০০০/- থেকে ১০,০০০/- টাকার মাসিক বেতনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন এবং পরিবারের প্রয়োজনে নারীরা কম মজুরিতে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে কাজ করছেন। সামান্য আয়ে তাদের সংসারের খরচ এবং ছেলে- মেয়েদের লেখাপড়া খরচ বহন করতে হিমশিম খাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সরকারি ভাবে ১২০টি পরিবারকে নিজ খরচে বাসস্থান করার জন্য ১০ ফুট বাই ১৫ ফুটের ১ খণ্ড জমি নির্দিষ্ট অল্ জন্য দেওয়া হয়েছে তবে টিন ও বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি করতে হবে এবং মেঝে পাকা করা যাবে না। বর্তমানে ১২০টি পরিবার কর্মহীন ও ভীষণভাবে হতাশ। তাদের পাশে কেউ নেই এবং সরকারি-বেসরকারি ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান এখনও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করছে না।

জরুরীভিত্তিতে তাদের চাহিদা: তাদের বাসস্থান অত্যন্ত প্রয়োজন। বাসস্থানের পাশাপাশি তাদের খাদ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাকরণও জরুরী হয়ে পড়েছে। তাদের বর্তমান আর্তনাদ "আমাদের পাশে কি কেউ নেই? আমরা কি এভাবেই খোলা আকাশের নিচে থাকব?"

আর্তনাদে সাড়াদান: দরিদ্র ও অতি সংখ্যালঘু তেলেগুদের চাহিদা ও অধিকারের সাথে অনেকেই একাত্ম হয়েছেন। ইতোমধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ধলপুরে গিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করেছেন তেলেগু সম্প্রদায়ের প্রতি যত্নশীল হতে এবং তাদের বাসস্থানে ব্যবস্থা করতে। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এবং দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঢাকা-এর প্রতিনিধি দলও তেলেগুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খ্রীষ্টান এসোসিয়ন সম্মানিত মেয়রের সাথে কথা ধলপুরের তেলেগুদের দুরাবস্থা নিরসন করার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি জানান, ঢাকা ক্রেডিটের সাথে আলাপ করে ক্ষতিগ্রস্ত তেলেগুদের গৃহনির্মাণে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করতে সহযোগিতা করবেন।

বাংলাদেশ ব্যাপ্তিস্ট সংঘ ইউনাইটেড চার্চ ফোরাম ও কাথলিক চার্চ দরিদ্র তেলেগুদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মাদার তেরেজার সিস্টারগণ ও লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ আগে থেকেই তেলেগু খ্রিস্টানদের যত্ন নিয়ে আসছে। তাই এ বিশেষ সময়ে তারাও সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। যতটুকু জানা গেছে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয়

এন ডি'ক্রুজের আহ্বানে। কারিতাসসহ বিভিন্ন এনজিও ধলপুরের গৃহহীন তেলেগুদের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়ক করতে এগিয়ে আসছেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব একটা বেশি নয়।

সর্বশেষ সংবাদ: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ডিএসসিসি সূত্রে জানা যায়, ধলপুরের ১৪ নম্বর আউটফলে প্রায় ১৫ একর জমি রয়েছে। যা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছিল অনেকে। ১২ ফেব্রুয়ারি এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করে সংস্থাটি। এই ১৫ একর জায়গার মধ্যে ১০ একর জায়গায় ডিএসসিসির পরিবহন পুলের অত্যাধুনিক গ্যারেজ নির্মাণ করা হবে। আর বাকি ৫ একর জায়গায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের বাসস্থান তৈরি করা হবে। সেখানে তেলেগু সম্প্রদায়ের লোকজনও থাকবে। এরমধ্যে তেলেগু সম্প্রদায়ের যারা সিটি করপোরেশনের কর্মচারী তাদের পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাসে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ধলপুরের ১৪ নম্বর আউটফল এলাকাটি স্থানীয়দের কাছে মেথর পট্টি হিসেবে পরিচিত। যারা সিটি করপোরেশনে চাকরি করে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে ডিএসসিসি। বাকিদের উচ্ছেদ করেছে সংস্থাটি। তবে তেলেগু সম্প্রদায়ের কলোনি উচ্ছেদ করা হয়নি। তাদের জন্য বরাদ্দ স্থানে দ্রুত চলে যেতে বলেছে সংস্থাটি। তাই তেলেগু সম্প্রদায়ের লোকজন মালামাল সরিয়ে নিচ্ছে। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা মো. রাসেল সাবরিন বলেন, তেলেগু সম্প্রদায়ের কাউকে তো জোর করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। সেখানে সিটি করপোরেশনের কর্মী যারা আছে, তাদের ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। আর বাকি যারা আছে, তাদের আমরা উচ্ছেদ করব না। তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেখানে তাদের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আলোচিত স্থানটিতে ১০টি ১০ তলা আবাসিক ভবন তৈরি করা হবে। সেখানে তেলেগু সম্প্রদায়সহ সিটি করপোরেশনের কর্মীরা থাকবে। তেলেগু কমিউনিটির সভাপতি কামাল সরদার বলেন, ধলপুর আউটফল তেলেগু কলোনিতে মোট ১৩০টি পরিবার বসবাস করে। দীর্ঘ ৩২ বছর এখানে আমরা বসবাস করে আসছি। এখন সিটি করপোরেশন আমাদের সরিয়ে পাশে অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য অনুমতি দিয়েছে। তবে মেয়র আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আমাদের জন্য স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করবেন।

তেলেগু বাসিন্দা জ্যাকব জানান, কলোনিজুড়ে হাঁটু সমান ময়লা পানি। এর মধ্যে খাবার পানি সরবরাহ কমেছে। অনেকে মালপত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে সবকিছু ভেঙে নতুন জমিতে ঘর নির্মাণের সাধ্য কারও নেই। প্রতিটি ঘর নির্মাণ করতে কমপক্ষে ৬০-৭০ হাজার টাকা লাগবে। এত টাকা কলোনির কারোর নেই। তাই আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, টিনের ঘর হলেও যেন কর্তৃপক্ষ আমাদের তুলে দেয়।

জ্যাকবের মত অন্যান্য তেলেগুদেরও অবস্থা প্রায় একই। অতি দরিদ্র ও কর্মহীন থাকায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমিতে ছোট্ট একটি টিনের ঘর তোলার সামর্থ্যও নেই এই সময়ে। তাই তারা সদিচ্ছাসম্পন্ন উদার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রত্যাশা করছে। একই সাথে আমরা সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করবো পরিচ্ছন্ন কর্মী দরিদ্র তেলেগুদের জন্য স্থায়ী আবাসন তৈরি করে সঠিকভাবে তা বন্টন করতে। তেলেগুদের বাসস্থান সমস্যা সমাধান করে সম্ভবপর সকল উপায়ে তাদেরকে নিজ পছন্দ অনুযায়ী পেশা ও জীবন বেছে নিতে সক্ষম করে তুলতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন করে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে॥ ৯০

আলোচিত সংবাদ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

স্কুল বন্ধ করতে ইরানে শত শত ছাত্রীকে বিষ প্রয়োগ

ইরানের পবিত্র নগরী কোমে শত শত স্কুল ছাত্রীকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করার জন্য এটি করেছে। দেশটির একজন উপমন্ত্রী এই তথ্য জানান। প্রতিবেদনে বলা হয়, কোম শহরটি ইরানের রাজধানী তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত। গত বছরের নভেম্বরের শেষ থেকে এ শহরে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের বিষক্রিয়ার তথ্য সামনে আসতে শুরু করে। আক্রান্ত কয়েকজন স্কুলছাত্রীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ইরানের উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউনেস পানাহি নিশ্চিত করেছেন, বিষক্রিয়াটি ইচ্ছাকৃত ছিল। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ পানাহিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, কোমের স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে বিষ প্রয়োগ করার পর, কিছু লোক সমস্ত স্কুল বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল বন্ধ করার আহ্বান জানায়। তবে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি পানাহি। বিষপানের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে স্বস্তির খবর, যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ভয়াবহ নয়। যে মেয়েদের দেহে ওই রাসায়নিক মিলেছে, তাদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তাদের সকলের অবস্থাই এখন স্থিতিশীল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অসুস্থ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা ১৪ ফেব্রুয়ারি শহরের গভর্নরেটের বাইরে জড়ো হয়েছিল। তারা এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের মুখপাত্র আলী বাহাদোরি জাহরোমি জানান, দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষক্রিয়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

বিদ্যুতের দাম ফের ৫ শতাংশ বাড়ল

গ্রাহক পর্যায়ে আবারও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। এবার দাম বেড়েছে পাঁচ শতাংশ হারে। সরকারের নির্বাহী আদেশে মঙ্গলবার রাতে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয় বিদ্যুৎ বিভাগ। এর আগে গত জানুয়ারিতে দুই দফায় বাড়ানো হয় বিদ্যুতের দাম। এটি জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুই ভাগে কার্যকর হয়েছে। সর্বশেষ ৩০ জানুয়ারির প্রজ্ঞাপনে খুচরা পর্যায়ে ৫ শতাংশ ও পাইকারি পর্যায়ে ৮ শতাংশ বাড়ানো হয় বিদ্যুতের দাম। বিদ্যুৎখাতে ভর্তুকির চাপ সামলাতে এ বছর প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করছে সরকার। মঙ্গলবারের (২৮ ফেব্রুয়ারি) বাড়ানোর মাধ্যমে গত ১৪ বছরে পাইকারি পর্যায়ে ১২ বার ও খুচরা পর্যায়ে ১৩ বার বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট ব্যবহারকারী লাইফলাইন গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৪ টাকা ১৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৩৫, শূন্য থেকে ৭৫ ইউনিট ব্যবহারকারীর বিদ্যুতের দাম ৪ টাকা ৬২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৮৫ পয়সা এবং ৭৬-২০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৬ টাকা ৩১ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ৬৩ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ২০১-৩০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৬ টাকা ৬২ পয়সা থেকে বাড়িযে ৬ টাকা ৯৫ পয়সা করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বিডি-প্রতিদিন, ইত্তেফাক, প্রথম আলো ও দৈনিক জনকণ্ঠ

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস, নরমাল ডেলিভারি ইউনিট আলট্রাসাউন্ড মেশিন উদ্বোধন

ডায়ালিসিস ইউনিটে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ

উদয় গ্রেগরী ▯ সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে উদ্বোধন হয়ে গেল অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস ও নরমাল ডেলিভারি ইউনিট এবং আলট্রাসাউন্ড মেশিন। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন, ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার মিন্টু পালমা, ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, ফাদার আলবার্ট রোজারিও, হলিক্রস ফাদারদের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, হলিক্রস ব্রাদারদের প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার সুবল রোজারিও, এসএমআরএ সিস্টারদের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার মেরী শুভ্রা, সিস্টারস্ অব চ্যারিটির প্রভিন্সিয়াল সিস্টার লুসি পিউরীফিকেশন, মেজর জেনারেল (অব:) জন গমেজ, খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও এবং কর্মকর্তা-কর্মীগণ।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ নরমাল ডেলিভারি ও ডায়ালিসিস ইউনিট এবং আলট্রাসাউন্ড মেশিনের জন্য আর্থিক অনুদান দাতা স্ট্যানলী ও মিসেস মায়া ডি'রোজারিও, দি মেট্রোপলিটন খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, ইছামতি ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউনিয়ন, ইউএসএ ও আমেরিকায় বসবাসরত আগস্টিন জে ছেরাও ও পরিবারকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানান, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবায় নবযুক্ত ডায়ালিসিস সেবার মাধ্যমে সাধারণ রোগীগণ উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

মেজর জেনাঃ (অবঃ) জন বলেন 'সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল শুরু থেকে সফলভাবে রোগীদের সেবা প্রদান করে আসছে। বিশ্বাস করি, মানসম্মত ডায়ালিসিস সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল খুব দ্রুতই রোগীদের আস্থা ও সুনাম অর্জন করবে।' উপস্থিত দাতাদের মধ্যে স্ট্যানলী তার বক্তব্যে বলেন 'আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে দান করতে পেরে খুবই আনন্দিত ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।

নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া বলেন, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে মাত্র তিন হাজার টাকায় দক্ষ-উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার নার্স-টেকনিসিয়ানদের সমন্বয়ে সর্বাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিস স্বাস্থ্য-সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের সাথেই যুক্ত হয়েছে- পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক উপহার দেয়া দুইটি অত্যাধুনিক ভেন্টিলেসন মেশিন-যা মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষা কাজে অন্যতম প্রধান সহায়ক মেশিন। ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সান্ধ্যভোজের মধ্যদিয়ে রাত সাড়ে ৮ টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

কাতুলীতে মহান সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন

আগষ্টিন রোজারিও ও দিগন্ত গমেজ ▯ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত কাতুলী গ্রামে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসব। সকাল ১০ টায় ভক্তিনৃত্য সহযোগে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে তীর্থের খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। এতে পৌরহিত্য করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ১৩ জন যাজক, ১৫ জন সিস্টার এবং প্রায় ৪০০০ সাধু আন্তনী ভক্ত। তীর্থোৎসবের পূর্বে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য ৯ দিন ধরে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। নভেনায় সাধু আন্তনী'র বিশেষ নয়টি গুণ নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করা হয়। বিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে সাধু আন্তনীর জীবন ও অলৌকিক কাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সাধু আন্তনী ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি। তাঁর ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় প্রীত হয়ে ঈশ্বর সর্বদা তাঁর অনুনয় শ্রবণ করেন। সেজন্য আমরা সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় কিছু যাচ্না করলে ঈশ্বর

তা সর্বদা আমাদের দিয়ে থাকেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর বিশপ মহোদয় বিস্কুট, প্রার্থনা কার্ড ও আন্তনী ভক্তদের নিয়ে আসা জিনিসপত্র আশীর্বাদ করেন। সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসবকে ঘিরে 'অনুগ্রহ' ম্যাগাজিনের ৭ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন বিশপ মহোদয়সহ উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী। সর্বশেষে ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শান্তির প্রতীকস্বরূপ তিনটি কবুতর উড়ানোর মধ্যদিয়ে ও আন্তনী ভক্তদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তীর্থোৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

ইউরোপ বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এলায়েন্স (EBCA)অনলাইন টেলেন্ট শো প্রতিযোগিতা ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

এরিক দীপ বিশ্বাস ▯ বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শনিবার তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে উদ্‌যাপিত হলো ইউরোপ বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এলায়েন্স (ইবিসিএ) আয়োজিত **EBCA Online Talent Show Competition 2022** এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বর্ণিল এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইবিসিএ- এর সভাপতি বিপ্লব জেমস ক্রুজ। এছাড়াও বিশেষ অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সেক্রেটারি নির্মল রোজারিও, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট হেমন্ত কোড়াইয়া, হিলিং হার্ট কাউন্সিলিং সেন্টার ইউনিট এর ডিরেক্টর সিস্টার ডক্টর লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও, অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী লিওনার্ড শেখর গমেজ প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিচারকমণ্ডলীর অনেকেই।

খ্রীষ্টিয়ান এলায়েন্স (ইবিসিএ) এর সভাপতি বিপ্লব জেমস ক্রুজ সম্মানিত অতিথিদের উত্তরীয় ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন। অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, প্রতিযোগিদের পরিবেশনা, বিশেষ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, পুরস্কার বিতরণী ও লটারী ঘোষণার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আনন্দময়।

বাংলাদেশ টেলিভিশন এর তালিকাভুক্ত নৃত্য শিল্পী মঞ্জু মিরিয়াম কস্তার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে একসোডাস একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর নৃত্য শিল্পীবৃন্দ। বিশেষ সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অসীম ডি কস্তা এবং লিওনার্ড শেখর গমেজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপ বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এলায়েন্স (ইবিসিএ) ইউরোপ ভিত্তিক একটি সংগঠন। এর মূল সূর **"একতাই বল"**। EBCA Online Talent Show Competition 2022 এর আয়োজনে নাচ, গান, চিত্রাংকন এবং উন্মুক্ত বিভাগে বাংলাদেশ ও দেশের বাইরের দুইশতাধিক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। দুইটি রাউন্ডে পরিবেশনার পর নির্ধারণ করা হয়েছে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের। বিচারকদের নম্বর এবং ফেইজবুক ও ইউটিউবের লাইক ও ভিউ এর উপর ভিত্তি করে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের হাতে প্রাইজমানি ও ক্রেস্ট তুলে দেন মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং বিচারক মণ্ডলী। এছাড়াও যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

প্রধান অতিথিসহ সকল অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ সকলেই এ ধরনের আয়োজনকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইউরোপ বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এলায়েন্স (ইবিসিএ) এর সভাপতি প্রতি বছর এই আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন॥

মাউসাউদ ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও। উপদেশে ফাদার বলেন," শিশুরা শত্রু মিত্র ভেদাভেদ না করে সরলতার মধ্যদিয়ে সবার সাথে মিশতে পারে। একই সাথে তিনি শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক রোজারিও ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতঃপর শিশুরা ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে শ্লোগান দিয়ে মাঠ ও গির্জা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। টিফিন বিরতির পর ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি এবং সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই জাতীয় পিএমএস, বাংলাদেশের কার্যক্রম সবার সাথে সহভাগিতা করেন। সিস্টার মেরী

তৃষিতা এসএমআরএ এর পরিচালনায় এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাইবেল কুইজের পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। অতপর মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ৬৪ জন শিশু, ৫ জন এনিমেটর, ৩ জন সিস্টার এবং ৩ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। শিশুমঙ্গল সেমিনার সার্থক ও ফলপ্রসূ করার জন্য ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, সিস্টারগণ ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন॥

দিনাজপুর জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে তীর্থ

রাফায়েল মুরমু ▯ ২৭ জানুয়ারি রোজ শুক্রবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির, রাজারামপুরে তীর্থ উদ্‌যাপন করা হয়। মহাসমারোহে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লী ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খ্রিস্টভক্তগণ জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থে এসে মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ প্রার্থনা, ভক্তি, মানত ও উদ্দেশ্য নিবেদন করে নিজেদের পরিবার ও জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে মা মারীয়ার মূর্তি ও ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা করে ফাদারগণ বেদী মঞ্চে এসে মা মারীয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। তীর্থ যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে দু'টি খ্রিস্টযাগ অর্পণ করা হয়। প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার কেরুবিম বাক্‌লা সকাল ৯ টায় ও দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু সকাল ১১ টায়। এই পবিত্র খ্রিস্টযাগে সর্ব মোট ৫৬ জন পুরোহিত ৮ সহস্রাধিক খ্রিস্টভক্ত এই তীর্থে যোগদান করে। মানত হিসেবে মানুষ বিভিন্ন দান নিয়ে আসেন। তীর্থের পূর্বে প্রস্তুতি স্বরূপ ১৮ -২৬ জানুয়ারি নভেনা করা হয়। তীর্থের আগের দিন ২৬ জানুয়ারি রাত্রে নিশি জাগরণী ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়। এরপর জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরের পুকুরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে জপমালার প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগের শেষে বিশপ ড. সেবাষ্টিয়ান টুডু এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী উপলক্ষে বিশপ মহোদয়কে ফুলের মালা ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। অবশেষে তীর্থ কমিটি সকল তীর্থ যাত্রীদের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করেন ও সকলের মাঝে তা বিতরণ করেন॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন ▯ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যতা সহকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। বিশেষ খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শহীদদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা, প্রভাত ফেরির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গাব্রিয়েল হাঁসদা ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও দিবসকে কেন্দ্র করে অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ফাদার লিটন কস্তা, ও অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি বক্তব্য রাখেন। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও জলযোগ।

অতপর অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

পরমদেশে যাত্রার দশম বর্ষ

প্রিয় লিলি,

দিন-মাস-বছর পেরিয়ে ১০টি বছর হলো তুমি নেই আমাদের মাঝে। তোমাকে ছাড়া আমরা আমাদের হৃদয়ে গভীর শূন্যতা অনুভব করি। তোমার সদা স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, নম্র ও উদার মন এবং প্রার্থনাশীল জীবন আমাদেরকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে। জাগতিক কোন মোহ তোমাকে কিছুতেই আকর্ষিত করতে পারেনি।

তোমার মতো একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী ও সন্তানদের মমতাময়ী মাকে আমাদের জীবনে পাওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তোমার কাছে আমাদের পরিবারের জন্য, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন, এবং শুভাকাঙ্খীদের জন্য প্রার্থনা কামনা করি যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে পরমদেশে মিলিত হতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চির শান্তি প্রদান করুন-আমেন।

প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
করান, নাগরী।

তোমার আশীর্বাদে গড়া পরিবার,

স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন সন্তান : লিভা, লিমা ও লিন্ডা রোজারিও
মেয়ে-জামাই : কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা নোনিস
নাতনী : পুষ্পিতা ক্রুশ, ভিওলা বিশ্বাস ও জেনিসা নোনিস
নাতি : অলিভার বিশ্বাস

বিজ্ঞ/৭২/২০২৩

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- কাথলিক ডিরেক্টরী
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- সলতে
- ছোটদের সাধু-সাধ্বী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। -যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11 March, 2023, ২০ - ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org